দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৯ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা।। ৫ জুন ২০১৭।। ২১ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৪।।
যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

3rd Anniversary of NDA Govt.



আজও জনপ্রিয়তার শীর্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ—

দেশের ৭৬ শতাংশ মানুষ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীকে পছন্দ করেন। গত তিন বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মকে ৭৬ শতাংশ মানুষ ভালো বলে মত প্রকাশ করেছেন। এখনই নির্বাচন হলে ৩৩১টি আসন পাবে এন ডি এ।

মোদী সরকারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

● জন-ধন যোজনা ● প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা ● অটল পেনশন যোজনা ● প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা ● উজ্জ্বলা যোজনা ● প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা ● প্রধানমন্ত্রী কৃষি-সেচ যোজনা ইমিডিয়েট রিড্রেসাল অফ পাবলিক গ্রিভেন্সেস ● বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও যোজনা ● ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট যোজনা

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা, ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

৫ জুন - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

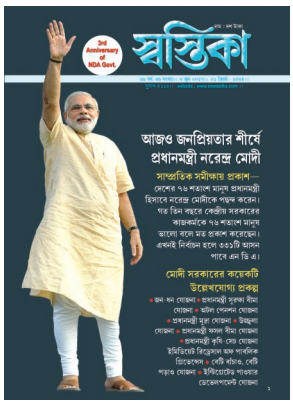

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় কলকাতা প্রেসক্লাবের ভূমিকা ন্যাক্কারজনক ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : দিদির পছন্দের রাষ্ট্রপতি চাই, চাই, চাই ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

সরকারের ভোলবদল— মাতৃভাষায় শিক্ষা ▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ১২

ইসলামি মাতব্বরদের ভয় পান পবিত্রাত্মা খলিফা ব্যানার্জী ▯ অমলেশ মিশ্র ▯ ১৪

গত তিন বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে সদর্থক পদক্ষেপ ▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ১৬

তিন বছরে মোদী সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১৯

এন ডি এ সরকারের তিন বছর— মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী ▯ ২১

তিন বছর আগের থেকে আমরা এখন অনেক 'আচ্ছে দিন' উপভোগ করছি ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ২৭

ভারতবর্ষের মুক্তির স্বপ্নদাতা শিবাজী মহারাজ ▯ প্রদীপ ঘোষ ▯ ৩১

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত ▯ সলিল গেঁউলি ▯ ৩৩

নিয়মিত বিভাগ

সমাবেশ সমাচার : ২৫-২৬ ▯ চিঠিপত্র : ২৯-৩০ ▯ অঙ্গনা : ৩৪ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৭ ▯ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

নির্বাচনের পর দলবদল

লোভ অথবা ভয় দেখিয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দলত্যাগ করতে বাধ্য করা আজকাল রাজনীতিতে একটা মারাত্মক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবিষয়ে ভারতের সংবিধান কী বলে? আইনের ব্যাখ্যাই বা কীরকম? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকছে এই দুটি প্রশ্নের উত্তর। লিখবেন অভিমন্যু গুহ।

দাম একই থাকছে ১০ টাকা মাত্র

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই

ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

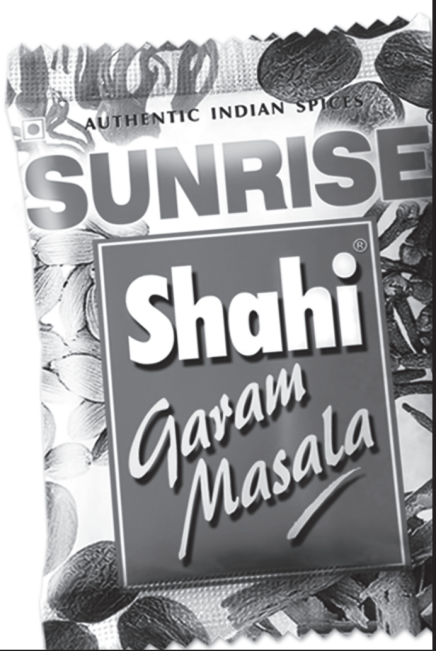

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

গবাদি পশু সংক্রান্ত আইন ও অহেতুক বিরোধিতা

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু সংরক্ষণ মন্ত্রকের পক্ষ হইতে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হইয়াছে যে, হাটে বাজারে জবাইয়ের জন্য আর কোনো গবাদি পশু বিক্রয় করা যাইবে না। কেন্দ্র সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেরল, তামিলনাড়ু-সহ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। কেন্দ্রের এই নির্দেশিকাকে অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক ও অনৈতিক হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়া মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের এই একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনিপথে মোকাবিলা করা হইবে বলিয়া সোচ্চার হইয়াছেন। প্রশ্ন হইল, কেন্দ্রের ওই নির্দেশের ফলে মোষের মাংস ও চর্মশিল্পের ক্ষেত্রে যে সমস্যার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহা চিহ্নিত করিতে হইবে নাকি রাজনীতির রুটি সেঁকিতে হইবে? পশু কেনা-বেচার এই নতুন নিয়মের বিরোধিতার নামে গোরু-বাছুরকে প্রকাশ্যে হত্যা নৃশংসতার নামান্তর ছাড়া আর কী? এই বীভৎস কাজ কোনো ভাবেই সহ্য করা যায় না। পশু কেনা-বেচার নিয়ম বদলের বিরুদ্ধে পশুকেই প্রকাশ্যে হত্যা—ইহা অপেক্ষা লজ্জাজনক আর কী হইতে পারে? বাছুরকে খোলা জায়গায় হত্যা করিয়া তাহার মাংস বিলি করা কেরলের কংগ্রেসীরা এবং বীফ পার্টির আয়োজকরা অন্য সময়েও কি এইরকম করিয়া থাকেন? নৃশংসভাবে হত্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কেন্দ্র সরকার পশু কেনাবেচা সংক্রান্ত যে নতুন নিয়ম জারি করিয়াছে, তাহার বিরোধিতার জন্য পশুকেই নৃশংসভাবে প্রকাশ্যে হত্যা—ইহা কতটা যুক্তিসঙ্গত? আদৌ সমর্থনযোগ্য কি? কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী নতুন নিরমের উদ্দেশ্য হইল—দেশি প্রজাতির মোষের সংখ্যার হ্রাস রোধ করিবার জন্য একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন।

জবাইয়ের জন্য গোরু-সহ অন্য গবাদি পশু বিক্রির ক্ষেত্রে কেন্দ্রের এই নিষেধাজ্ঞা সীমান্তে গোরু পাচার বন্ধে সহায়ক হইবে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়া লক্ষ লক্ষ গোরু পাচার হয়—ইহা কাহারও অজানা নহে। কেন্দ্রের এই নির্দেশে যেমন অবাধে গোহত্যা বন্ধ হইবে, তেমনি বাংলাদেশে অবাধে গো-পাচার বন্ধ হইবে। বস্তুত কেন্দ্রের ইহা একটি সদর্থক পদক্ষেপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেআইনি কসাইখানার বিরুদ্ধে কেন্দ্রের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে। কেন্দ্রের এই নতুন নির্দেশিকার যাঁহারা বিরোধিতা করিতেছেন, তাঁহাদের বক্তব্য গোমাংস ভক্ষণ খুবই প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে মুসলমান ও মেঘালয়ের মতো রাজ্যের খাদ্যাভ্যাসের কথা বলা হইতেছে। যাঁহারা এই যুক্তির জাল বুনিতেছেন, তাঁহারা ভালোই জানেন, এই দেশের বেশিরভাগ মানুষ গোরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। গোরুকে মাতৃজ্ঞানে দেখিয়া থাকে। তাহাদের ভাবনায় আঘাত করিবে এমন নিয়মের কোনো প্রয়োজন রহিয়াছে কী? প্রশ্ন হইল, কোনো পশু বিশেষের মাংস খাইতেই হইবে—এমন গোঁ ধরিয়া রহিয়াছেন কেন? যখন খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন হইতে পারে এবং পথ্য ও অন্য কারণে তাহার পরিবর্তনও করা হয়, তখন গোমাংস ভক্ষণ জরুরি—এই যুক্তি কেন দেওয়া হইতেছে? ইহা কি কোনো মৌলিক অধিকার? প্রশ্ন হইল, যে রাজ্যে গোমাংস ভক্ষণে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই সেই রাজ্যের নেতারা কেন গলা ফাটাইতেছেন? অনাবশ্যক এই উগ্রতা প্রদর্শনের পরিবর্তে চর্ম শিল্পের যাহাতে কোনো ক্ষতি না হয় এবং নৃশংসভাবে পশু হত্যা না হয়—সেই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিলে ভালো হইত না কী? বিশেষত কেন্দ্র সরকার যখন পশু কেনা-বেচার জন্য জারি করা নতুন নিয়মটির বিষয়ে পুনর্বিচার করা হইবে বলিয়া ইঙ্গিত দিয়াছেন, তখন রাজনৈতিক নেতাদের এই উগ্র বিরোধিতার অর্থ কী? ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে ইহাকে রাজনৈতিক চমক বলিলে অত্যুক্তি হইবে কী?

সুভাষিতম্

তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিঃ আপ স্রোতঃসু অরণীষু অগ্নিঃ।
এবমাত্মা আত্মনি জায়তেঽসৌ সত্যেন তপসা যঃ অনুপশ্যতি।। (উপনিষদ)

তিলে যেমন তেল, দধিতে যেমন ননি, নদীতে যেমন জল এবং কাঠে যেমন আগুন সর্বদা বিদ্যমান, তেমনি এই জীব সত্তায় আত্মা সর্বতোভাবে সর্বদা বিদ্যমান। সত্য ও তপস্যার দ্বারা এই তত্ত্বটি জানা যায়।

পরিকল্পিত চক্রান্তে রক্তাক্ত বিজেপির লালবাজার অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শাসকের জনবিরোধী কাজকর্মের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুললে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলের কোমর কীভাবে ভাঙার চেষ্টা হয় আরেকবার তার সাক্ষী রইল মহানগর। গত ২৫ মে বিজেপির লালবাজার অভিযানে কোনোরকম প্ররোচনা ছাড়াই পুলিশের যথেচ্ছ লাঠিচার্জ, দলের সদর দপ্তরের সামনে কাঁদানে গ্যাস



ইত্যাদির জেরে কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা, লকেট চট্টোপাধ্যায়, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়-সহ কয়েকশো বিজেপি কর্মী- সমর্থকের আহত-রক্তাক্ত মুখ টিভিতে দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছেন মানুষ। মিছিল লক্ষ্য করে বোমাও ছোড়া হয়। এদিন মিডিয়া ফুটেজে বারবার একটি জ্বলন্ত পুলিশের গাড়ি দেখানো হয়। পুলিশের অভিযোগ, বিজেপির কর্মীসমর্থকেরাই পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয়। পরে পুলিশ সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগে কৈলাস বিজয়বর্গীয়, জয়প্রকাশ মজুমদার, লকেট চট্টোপাধ্যায় ও রূপা গঙ্গোপাধ্যায়-সহ ১৪১ জনকে গ্রেপ্তার করে।

স্বভাবতই কলকাতা পুলিশের এই ন্যক্কারজনক ভূমিকা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। যার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। এদিন তিনি দিল্লিতে লালবাজার অভিযানের কিছু ছবি দেখান। প্রশ্ন হলো, এই ছবি তাঁকে কে পাঠাল? তাঁরা নিশ্চয়ই মিছিলে ছিলেন। বিজেপির সমর্থকেরা যে তাঁকে হোয়াটস অ্যাপ করবেন না সে কথা বলাই বাহুল্য। তাহলে কারা ছবি পাঠাল? দ্বিতীয় প্রশ্ন, হাওড়ার দিক থেকে আসা মিছিলকে যারা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বাধা দিচ্ছিল, তারাই বা কারা? মিছিলে বোমা পড়েছে। মমতা জানিয়েছেন, বিজেপিই এর জন্য দায়ী। বোমা কারা ফেলেছে তার ফুটেজও নাকি তাঁর কাছে আছে। এখানে উঠেছে তৃতীয় প্রশ্ন : তাহলে কি বিজেপির কর্মীরা নিজেরাই নিজেদের মারার জন্য মিছিলে বোমা মেরেছে? এখানেই শেষ নয়। ওয়াকিবহাল মহলের প্রশ্ন, সেদিন পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাদা পোশাক পরে যারা তাণ্ডব চালাল, তারা কারা? হাতে গুপ্তির মতো অস্ত্র নিয়ে যারা কর্মী-সমর্থকদের ক্ষতবিক্ষত করছিল তারাই বা কারা? পুলিশের গাড়ি পুড়ল। পুলিশকর্মীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, পাশের গলি থেকে বেরিয়ে ছদ্মবেশী কয়েকজন দুষ্কৃতী পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে চোখের নিমেষে উধাও হয়ে যায়। এরাই বা কারা?

ভাইরাল হয়ে যাওয়া ভিডিয়ো থেকে পরিষ্কার, লাঠি-তরোয়াল হাতে একদল বহিরাগতকে মিছিলের আশেপাশে রাখা হয়েছিল। বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, 'কিছু মুসলমান আমাদের আক্রমণ করেছিল। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেবে? বোমা যে মসজিদ থেকে মিছিলে ফেলা হয়েছে তার ভিডিয়ো আমাদের হাতে এসে গেছে। এর শেষ দেখে তবে আমরা ছাড়ব।'

পাকিস্তান মানবতাবিরোধী, বিশ্বজুড়ে বালুচদের প্রতিবাদ



নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৯৯৮ সালের ২৮ মে। এদিন পাকিস্তান বালুচিস্তানের ছাঘাই পাহাড়ে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। যার পরিণতিতে সেখানকার মানুষ এখনও নানারকম দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন। এই বিষয়টিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে বালুচিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বিশ্বজুড়ে সম্প্রতি প্রতিবাদে শামিল হলেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শহরে বালুচরা গণমিছিল বের করেন। এই মিছিলে সাধারণ বালুচদের পাশাপাশি বহু মানবাধিকার কর্মী এবং পারমাণবিক অস্ত্রবিরোধী গোষ্ঠী অংশ নেয়। পাকিস্তানের বেপরোয়া পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে শুধু বালুচিস্তান নয়, পুশত্ এবং সিন্ধ-সহ বহু দেশের মানুষের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। ১৯৯৮-র পর থেকে বালুচিস্তানের বহু মানুষ দুরারোগ্য অসুখে ভুগছেন। বহু বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নিচ্ছে। উল্লেখ্য, বালুচিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রথম বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

দুই বঙ্গের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দেশমাতৃকাকে রক্ষার দায়িত্ব তাঁর সন্তানদের। সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করে সচেতন করে তুলছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। গত ২৭ মে হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দিরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ২০ দিন ব্যাপী সঙ্ঘশিক্ষাবর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কথাগুলি বলেন সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর কার্যবাহ শশাঙ্ক শেখর দে। উল্লেখ্য, গত ৭ মে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে তিন শতাধিক ১৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের ছাত্র-যুব সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে যোগ দেন। তাঁরা ২০ দিন ধরে শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষাগ্রহণ করেন। সেদিন তারই কিছু নমুনা শিক্ষার্থীরা প্রদর্শন করেন সমবেত দর্শকদের সামনে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন খড়্গপুর আই আই টি-র অধ্যাপক রঞ্জন ঘোষ। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস, প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু এবং বর্গাধিকারী নিরঞ্জন মাকুড়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, প্রাক্তন ফুটবলার কল্যাণ চৌবে, অধ্যাপিকা তনভির নাসরিন, চিত্রপরিচালক আদিনাথ দাস প্রমুখ। দু'হাজার নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

একই দিনে উত্তরবঙ্গের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয় মালদা শহরের অরবিন্দ পার্ক সরস্বতী শিক্ষামন্দিরে। গত ৭ মে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে শতাধিক শিক্ষার্থী শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একটি সাংস্কৃতিক-সামাজিক সংগঠন। দেশের প্রয়োজনে স্বয়ংসেবকদের শারীরিক ও মানসিকভাবে তৈরি করা হয় সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা বিচারপতি নিমাই চন্দ্র বর্মন। প্রায় এক হাজার নাগরিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।





সেনা প্রবেশিকা পরীক্ষায় অভূতপূর্ব সাড়া, কাশ্মীরি যুবসমাজ দেশসেবার জন্য তৈরি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বর্তমান প্রজন্মের কাছে ভালো চাকরি মানে নামি কর্পোরেট হাউজের চাকরি। কিন্তু এই গড্ডলিকা প্রবাহের বাইরে কেউ কেউ থাকেন যারা দেশসেবা বা মাতৃভূমিকে রক্ষা করার আদর্শকে সবার আগে জায়গা দেন। সম্প্রতি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ডাকা বনধ উপেক্ষা করে সেনাবাহিনীর সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রায় বারোশো কাশ্মীরি যুবক তার প্রমাণ দিয়েছেন। কিছুদিন আগে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে হিজবুল মুজাহিদিন কম্যান্ডার সবজার আহমেদ ভাট মারা যায়। এর প্রতিবাদে হিজবুল সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় দু'দিনের বনধ ডেকেছিল। এর ফলে কাশ্মীর প্রায় অঘোষিত কারফিউর কবলে চলে যায়। কিন্তু এত কিছু করেও মূলস্রোতে ফিরতে চাওয়া কাশ্মীরি যুবকদের দমানো যায়নি। জানা গেছে, শ্রীনগরের ৮১৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭৯৯ জন পরীক্ষা দেন। পাট্টানের ৫০২ জনের মধ্যে পরীক্ষা দেন ৪৯৩ জন। নিয়োগ হবে বাহিনীর জুনিয়র কমিশনড অফিসার পদে ।

ভারত-মরিশাস উপকূল নিরাপত্তা চুক্তি, বেকায়দায় চীন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২৭ মে ভারত-মরিশাস ঐতিহাসিক উপকূল নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। ওইদিন দুই দেশের দুই শীর্ষ নেতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রভিন্দ জগনাউথের উপস্থিতিতে নয়া দিল্লি সাক্ষী থাকল এই ঐতিহাসিক চুক্তির। যে চুক্তিতে ভারত মরিশাসের আর্থিক সাহায্য আরও পঞ্চাশ কোটি ডলার বাড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী পরে বলেন, 'ভারত মহাসাগরের প্রথম সারির রাষ্ট্র হিসাবে মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী জগনাউথ ও আমি একমত হয়েছি যে এটা আমাদের উভয়ের দায়িত্ব দু'দেশের উপকূল এলাকা বরাবর সামগ্রিক সামুদ্রিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন) গড়ে তোলা।'

ভারত সরকারের এই পদক্ষেপকে মোক্ষম কূটনৈতিক চাল হিসেবেই দেখছেন কূটনীতিজ্ঞরা। নরেন্দ্র মোদী তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, 'ভারত মহাসাগরে প্রচলিত ও অপ্রচলিত ভীতিগুলিকে প্রশমিত করে যাতে অর্থনৈতিক সুবিধেগুলি কাজে লাগানো যায়, আমাদের দু'দেশের মানুষের জীবন ও নিরাপত্তা যাতে সুনিশ্চিত করা যায় তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।' কূটনীতিবিদরা মনে করেন চীনের নেকনজর এখন ভারত মহাসাগরের ওপর। প্রধানমন্ত্রীর কথায় তারই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নরেন্দ্র মোদী ভারত মহাসাগরকে ঘিরে থাকা দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্কে জোর দিয়েছেন। সেই সূত্রেই আফ্রিকান ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের সখ্য বিশেষ মাত্রা পায় এবং চীনের ভারত মহাসাগর দখলের ছক মোদী সরকারের কূটনৈতিক কৌশলে ভেস্তে যায়। ভারত-মরিশাসের এই চুক্তি চীনের ভারত মহাসাগরে আধিপত্য কায়েমের স্বপ্নকে আরও ব্যাকফুটে ঠেলে দেবে বলে কূটনৈতিক মহলের অভিমত।

চুক্তির পরে এক বিবৃতিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এও বলেছেন যে, 'এই দ্বিপাক্ষিক



উপকূল নিরাপত্তা চুক্তি আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও কর্মক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে। জলসম্পদ রক্ষায় এবং সমুদ্র উপকূলে শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রেও এই চুক্তি কার্যকর হবে।' বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এই চুক্তির ফলে ভারত-মরিশাস দু'দেশই জাল কারবার ও নকলের থেকে সাবধান হবে, ফলে বাণিজ্য ও পর্যটন ব্যবসায় সচলতা আসবে। চীনের মদতে ড্রাগ পাচার থেকে মানুষ পাচার, অবৈধ মাছ-ব্যবসা থেকে আরও যা যা প্রকারে সামুদ্রিক উৎসের অপব্যবহার করা যেতে পারে তার সব কিছুরই সাক্ষী থেকেছে ভারত মহাসাগর। এই চিত্রটাই বদলে দিতে পারে ভারত-মরিশাস সাম্প্রতিক চুক্তি। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন মরিশাসের জাতীয় উপকূল নিরাপত্তা বৃদ্ধিতেও ভারত সহযোগিতা করবে। চীনকে আরও গাড্ডায় ফেলে মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা কাউন্সিলে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ পেতে 'দ্বিধাহীন সমর্থন' করবে মরিশাস। সূত্রের খবর, ভারত-মরিশাস দু'দেশের সর্বোচ্চ স্তরের এই বৈঠকে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব চুক্তি (কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক কো-অপরেশন ও পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট বা সি ই সি পি এ)-র বিষয়েও কথা হয়েছে। যা চীনকে আরও বেকায়দায় ফেলবে বলে অর্থনীতিবিদদের অভিমত।

মার্কিন ভিসা কমল পাকিস্তানের, বাড়ল ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পাকিস্তানিদের ওপর মার্কিন-প্রশাসনের কঠোর হওয়ার ইঙ্গিত ক্রমশ টের পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের তরফে প্রকাশিত এক তথ্য পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে এই বছরের মার্চ ও এপ্রিলে আমেরিকা গত বছরের তুলনায় পাকিস্তানিদের অন্তত ৪০ শতাংশ কম অনভিবাসী ভিসা অনুমোদন করেছে। যেমন এই বছরের মার্চে ৩৯৭৩টি ও এপ্রিলে ৩৯২৫টি ভিসা পাকিস্তানিদের জন্য অনুমোদন করে ট্রাম্প প্রশাসন। অথচ ওবামা জমানায় গত বছরে ৭৮ হাজার ৬৩৭টি ভিসা পাকিস্তানিদের জন্য অনুমোদন করেছিল মার্কিন প্রশাসন। যার মাসিক গড় দাঁড়ায় ৬৫৫৩টি। এই হিসেবে নয়া জমানায় প্রায় চল্লিশ শতাংশ পাকিস্তানির আমেরিকায় ঢোকার অনুমোদন কমল। অন্যদিকে ভারতের ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীত চিত্র। গত বছর যেখানে মার্কিন প্রশাসন বছরে ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৮৭টি অনভিবাসী ভিসা বরাদ্দ করেছিল ভারতের জন্য, যার মাসিক গড় দাঁড়ায় ৭২ হাজার ৮২, সেখানে এই বছরের মার্চে ও এপ্রিলে ট্রাম্প জমানায় যথাক্রমে ৯৭ হাজার ৯২৫টি ও ৮৭ হাজার ৪৯টি ভিসা পেয়েছেন ভারতীয়রা। শতাংশের বিচারে এই বৃদ্ধি ২৮ শতাংশে পৌঁছেছে। সব মিলিয়ে নয়া জমানায় ভারতীয়দের ওপর মার্কিন প্রশাসনের আস্থা বাড়ার ইঙ্গিত হিসেবেই এই পরিসংখ্যানকে দেখছেন কূটনীতিবিদরা। অন্যদিকে পাকিস্তানিদের প্রতি আমেরিকানদের বিশ্বাস যে ক্রমেই কমছে তারও ইঙ্গিত এই পরিসংখ্যান।

পশু বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কসাইখানায় গবাদি পশু বিক্রি সংক্রান্ত বিধিনিষেধের পক্ষে দাঁড়িয়ে পরিবেশ মন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে এই সিদ্ধান্তের কোনো কুপ্রভাব মাংস-বাণিজ্যে পড়বে না। বস্তুত পশুমাংসের অবৈধ বাণিজ্য এবং চোরাকারবার বন্ধ করার জন্যেই এই সিদ্ধান্ত। কংগ্রেস,



তৃণমূল এবং বামপন্থী দলগুলির প্রতিবাদকে মান্যতা দিয়ে পরিবেশ মন্ত্রক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, 'এই সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য গবাদি পশুর প্রতি ঘটে চলা নিষ্ঠুরতার প্রতিকার করা। বৈধ উপায়ে সংগঠিত বাণিজ্যে আঘাত হানা নয়।' আরও বলা হয়েছে পরিবেশ মন্ত্রক দেশের প্রতিটি গবাদিপশুকে উপযুক্ত বাসস্থান দিতে চায়। সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করাও এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য। মোষকে এই নির্দেশের আওতায় রাখা হয়নি। কারণ মাংস বাজারে মোষের মোষের মাংসই বেশি বিক্রি হয়।

আয়ুর্বেদ বিশ্বের প্রাচীনতম চিকিৎসা বিজ্ঞান : হামিদ আনসারি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি মহম্মদ হামিদ আনসারি বলেছেন, আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় আয়ুর্বেদিক ওষুধপত্র এখনও গুরুত্বপূর্ণ। সেই বেদের সময় থেকে আজ অবধি, এ দেশের সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতি বলতে লোকে আয়ুর্বেদকেই বোঝে। রাষ্ট্রীয় আয়ুর্বেদ বিদ্যাপীঠের রজতজয়ন্তী বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, আয়ুর্বেদকে



শুধুমাত্র রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে দেখা ঠিক নয়। আয়ুর্বেদ একই সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যবিধি এবং ভারসাম্যযুক্ত জীবনযাপনের সন্ধান দেয়। তিনি আরও বলেন, আয়ুর্বেদ শুধু দেশেই নয় বিদেশেও স্বীকৃত। তিনি আয়ুর্বেদের পঠন-পাঠন এবং গবেষণার ওপর জোর দেন।

উবাচ

"গত তিন বছরে সরকারের প্রতিটি কাজ চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো লক্ষণ। আমি বিশ্বাস করি গণতন্ত্রে সরকারকে মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হয়। ...গঠনমূলক সমালোচনা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে।"



নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

মন কি বাত অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমের সমালোচনা প্রসঙ্গে।

"আমি চাই পাথর না ছুড়ে ওরা গুলি ছুড়ুক। তা হলে সেনাও পাল্টা গুলি ছুড়তে পারে।"



জেঃ বিপিন রাওয়াত
সেনাপ্রধান

প্রক্সিযুদ্ধে শামিল কাশ্মীরি যুবকদের একাংশের পাথর ছোড়া প্রসঙ্গে।

"যুবকংগ্রেসের নেতারা প্রকাশ্যে গো-হত্যা করছেন এটা নিজের চোখে দেখা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। বিশেষ করে যেখানে আমাদের সংবিধানে গোহত্যাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।"



রবিশঙ্কর প্রসাদ
আইন ও
তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী

কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কেরলে যুবকংগ্রেসের গোহত্যা প্রসঙ্গে।

"আমাদের দেশে সহিষ্ণুতা নিয়ে অনেক কথা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি তরজা শুরু করে। আমার প্রশ্ন, কেরলে যা হয়ে গেল তাই নিয়ে তারা কিছু বলছেন না কেন?"



যোগী আদিত্যনাথ
উত্তরপ্রদেশের
মুখ্যমন্ত্রী

কেরল ও তামিলনাড়ুতে গোমাংসের গণভোজ প্রসঙ্গে।

সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় কলকাতা প্রেসক্লাবের ভূমিকা ন্যক্কারজনক

বামেদের নবান্ন অভিযান কভার করতে গিয়ে কলকাতার সাংবাদিক এবং চিত্র সাংবাদিকদের রাস্তায় ফেলে যেভাবে পুলিশ পশুর মতো লাঠিপেটা করেছে তার নিন্দা করার ভাষা নেই। কলকাতা পুলিশ চিরকালই দলদাস। প্রফুল্ল সেন, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়দের কংগ্রেস জমানায় বামেদের রাজনৈতিক আন্দোলনে পুলিশ লাঠিবাজি করেছে। আবার বাম জমানায় বিরোধীদের মনের সুখে পিটিয়েছে। এখন মমতার জমানায় বাম-বিজেপিদের পিটিয়ে দিদিমণির বাহবা নিচ্ছে। যে যখন ক্ষমতায় থাকে তখন তারা বিরোধীদের শায়েস্তা করতে পুলিশকে ব্যবহার করে। কথায় আছে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় প্রাণ যায় উলুখাগড়ার। সাংবাদিকরা হচ্ছে সেই উলুখাগড়ার দল। সহজ টার্গেট। রাজনৈতিক আন্দোলনের খবর সংগ্রহ করতে পেশাগত কারণেই সাংবাদিকদের পথে নামতে হয়। আন্দোলনের সমর্থনে নয়। পুলিশকে কর্তব্যে বাধা দিতে নয়। তবু পুলিশ বেছে বেছে সাংবাদিকদের পেটায় কেন? কারণ, টেলিভিশনের পরদায় পুলিশের বর্বরতা নগ্নভাবে মানুষ চোখে দেখে। দিদির নজরে পড়তে এক শ্রেণীর আইপিএস অফিসার এখন নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। দিদির নজরে পড়লে দ্রুত প্রমোশন, ভাল পোস্টিং সবই আশীর্বাদের মতো বর্ষিত হবে।

দিদি দিল্লির সাংবাদিকদের পছন্দ করেন। দিল্লি গেলে সেখানের রাইসিনা রোডের প্রেস ক্লাবে একবার ঘুরে আসেন। সেখানের সাংবাদিকদের সঙ্গে খোশগল্প করেন। দিল্লির প্রেস ক্লাবের উন্নয়নে টাকা দেওয়ার দরাজ প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সেই দিদি ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর শত অনুরোধ আমন্ত্রণেও একবারের জন্য কলকাতা প্রেস ক্লাবের পা রাখেননি। কেন? কারণ একটাই। দিদি মনে করেন কলকাতার সাংবাদিকরা তাঁর যথেষ্ট প্রশংসা করেন না।

সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় কলকাতা প্রেসক্লাবের ভূমিকা ছিল ন্যক্কারজনক। ক্লাবের নবনির্বাচিত সচিব এবং সভাপতিকে

গূঢ় পুরুষের কলম

আক্রান্ত সাংবাদিক সদস্যরা কলকাতায় খুঁজে পাননি। কলকাতা প্রেসক্লাবের বর্তমান সচিব 'সংবাদ প্রতিদিন' খবরের কাগজের বিশেষ সংবাদদাতা কিংশুক প্রামাণিক আক্ষরিক অর্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী। মমতা যেখানে কিংশুক সেখানে। হ্যাঁ, স্বীকার করছি দিদির সঙ্গে ঘোরাটা তাঁর পেশাগত দায়িত্ব। তবে সেক্ষেত্রে তাঁর প্রেসক্লাবের সচিবের দায়িত্বটা স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নেওয়া উচিত হয়নি। নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি সাতদিন টানা ক্লাবে এসেছেন এমন কথা কেউই মনে করতে পারছেন না। ক্লাবের সভাপতিও দীর্ঘদিন অনুপস্থিত। রাজপথে সাংবাদিকরা আক্রান্ত হওয়ার পর বেশ রাতের দিকে টেলিফোনে একটা দায়সারা বিবৃতি দেওয়া হয়। বিবৃতিটা দিলেন কে? ক্লাবের প্রথা হচ্ছে, সাংবাদিক পেটানোর নিন্দা করে লিখিতভাবে বিবৃতি দেওয়া হয়। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন ক্লাব সচিব অথবা সভাপতি। সেই লিখিত বিবৃতি ফ্যাক্স করে পাঠানো হয় সংবাদমাধ্যমের অফিসে। এবার তা করা হয়নি। কেন? পেশাগত দায়িত্বের কারণে সচিব এবং সভাপতি একযোগে কলকাতার বাইরে থাকতেই পারেন। ক্লাবের সংবিধান বলছে সেক্ষেত্রে তাঁরা দুই সহ-সভাপতির মধ্যে যিনি প্রবীণ তাঁকে সাময়িকভাবে দায়িত্ব দিয়ে যাবেন। মমতার দুই ছায়াসঙ্গী এই সামান্য কর্তব্যটুকুও করেননি।

সোজা কথায়, স্পষ্টভাবে বলছি যে কলকাতার সিনিয়ার সাংবাদিকদের একাংশ পেশার সম্মান রক্ষার চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদলেহন করাকে শ্রেয় মনে করছেন। সাংবাদিকদের যৌথ স্বার্থের থেকে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিস্বার্থকে বড় করে দেখেন। কলকাতা প্রেসক্লাবের সচিব ও সভাপতি দিদির আশীর্বাদধন্য হওয়াতে কী ক্লাবের সাংবাদিক সদস্যদের বিশেষ কোনো উপকার হয়েছে? না, হয়নি। এখানে 'উপকার' বলতে সাংবাদিকদের কাজের স্বাধীনতার কথা বলতে চাইছি। নবান্নে সাংবাদিকদের গতিবিধি আজও নিয়ন্ত্রিত। মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্য আঙুলে গোনা কিছু পারিষদ সাংবাদিকরাই নবান্নে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবে। অন্যরা নয়। এই প্রসঙ্গে আমি আক্রান্ত সাংবাদিকদের বলতে চাই পুলিশ এবং পলিটিসিয়ানরা বন্ধু হয় না। তারা তাদের স্বার্থে সাংবাদিকদের ব্যবহার করে। উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই প্রদেশ যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে মহাকরণ অভিযান হয়। তখন ব্রাবোর্ন রোডে পুলিশের লাঠিতে তিনি গুরুতর আহত হন।১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মী বামেদের দলদাস পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান। সেদিন সাংবাদিকরাও মার খান। কলকাতা প্রেসক্লাব এর তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি দেয়। ক্লাবের পক্ষ থেকে মৌন মিছিল করা হয়। সাংসদ মমতাকে যেদিন চুলের মুঠি ধরে মহাকরণ থেকে বার করে দেওয়া হয়, সেদিনও সাংবাদিকরা প্রতিবাদ করেছিলেন। বুদ্ধবাবু-জ্যোতিবাবুদের পদলেহন করেননি। ▮

দিদির পছন্দের রাষ্ট্রপতি চাই, চাই, চাই

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সুপ্রিমো, তৃণমূল কংগ্রেস
দিদি,

লোকে বলছে আপনি নাকি গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। কারণ আপনার দলের কিছুই করার নেই তবু আপনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে গায়ে পড়ে মিটিং, মিছিল করে বেড়াচ্ছেন। আপনি নাকি অঙ্কে কাঁচা। তাই সীতারাম ইয়েচুরির সঙ্গে বৈঠক করে রাষ্ট্রপতি বাছতে চাইছেন। তবে আমি জানি আপনি অঙ্ক জেনে বুঝেই বাজার গরম করছেন। গত বছর আপনি সবার আগে দিল্লিতে গিয়ে হইচই করে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর নাম নিয়ে গোলমাল পাকিয়েছিলেন। মুলায়ম সিংহ যাদবের কাছে ল্যাং খেয়েছিলেন। শেষে প্রণববাবুকে মেনে নিয়েছিলেন। আসলে অঙ্কটাই তো সব। অঙ্ক আপনাকে হার মানিয়েছে। যেমন এবার যা অঙ্ক তাতে মুলায়ম সিংহ যাদবের ল্যাং মারার মতো ঠ্যাং-ই নেই।

জুলাই মাসে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তার আগে হবে রাইসিনা হিলের পরবর্তী বাসিন্দা নির্বাচন। তাকে কেন্দ্র করে এখন চলছে দফায় দফায় বৈঠক। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সুপ্রিমোদের সঙ্গে কথা বলছেন আপনি। কিন্তু আদৌ কি তার কোনো গুরুত্ব রয়েছে? বিরোধীদের উপরে কতটা নির্ভর টিম মোদী?

ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য যে নিয়ম তাতে ভোট দানের অধিকার দেশের সমস্ত সাংসদ ও বিধায়কের। লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে দেশে মোট সাংসদ সংখ্যা ৭৭৬ আর বিধায়ক সংখ্যা ৪,১০২। প্রতিটি ভোটের আবার আলাদা আলাদা মূল্য রয়েছে। ১৯৭৪ সালের নির্বাচন আইন অনুসারে যে হিসেব তাতে প্রত্যেক সাংসদের ভোটের মূল্য ৭০৮। তবে বিধায়কদের ভোটের মূল্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনসংখ্যা অনুসারে ঠিক হয়। সবথেকে বেশি মূল্যবান উত্তরপ্রদেশের একজন বিধায়কের ভোট। প্রতিটির মূল্য ২০৮। অন্যদিকে সিকিমে বিধায়কদের একটি ভোটের মূল্য ৭। দেশের সব থেকে বড় রাজ্য উত্তরপ্রদেশে বিপুল ভোটে জয় বিজেপিকে যে শক্তি এনে দিয়েছে তাতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও বিজেপি তথা এনডিএ বিরোধীদের থেকে অনেকটা এগিয়ে।

রাষ্ট্রপতি পদের জন্য লড়াই হলে দেশের সব সাংসদ ও বিধায়ক মিলিয়ে যে ভোটমূল্য তার অর্ধেক যাঁর পক্ষে, তিনিই যাবেন রাইসিনা হিলে রাষ্ট্রপতি ভবনে। মোট ভোটমূল্য ১০ লাখ ৯৮ হাজার ৮৮২। এর মধ্যে ৫ লাখ ৪৯ হাজার ৪৪২ মূল্যের ভোট প্রয়োজন জয়ের জন্য। আর নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন জোটের হাতে রয়েছে ৫ লাখ ৩৭ হাজার ৬৮৩ মূল্যের ভোট। ঘাটতি রয়েছে মাত্র ১১ হাজার ৭৫৯। অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোটের হাতে রয়েছে ৩ লাখ ৯১ হাজার ৭৩৯ ভোটমূল্য। মোট ভোটমূল্যের মধ্যে এনডিএ-র কাছে রয়েছে ৪৮.৬৪ শতাংশ এবং ইউপিএ-র কাছে ৩৫.৪৭ শতাংশ।

এখানে রয়েছে আরও একটি অঙ্ক। দেশে এখন ছ'টি মুখ্য রাজনৈতিক দল রয়েছে যারা ঘোষিত ভাবে কংগ্রেস ও বিজেপি দুই শিবিরের থেকেই সমান দূরত্ব রেখে চলে। কোনো শিবিরেই নাম না লেখানো এই দলগুলি হলো তামিলনাড়ুর এআইডিএমকে, ওড়িশার বি জে ডি, তেলেঙ্গানার টিআরএস, অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়াই এস আর সি পি, দিল্লির আপ এবং হরিয়ানার আইএনএলডি। এই ছয় দলের মিলিত ভোটমূল্য ১৩.০৬ শতাংশ। এই সব ভোটও যদি ইউপিএ শিবিরের দিকে যায় তবেও তা দাঁড়াবে ৪৮.৫৩ শতাংশ। তাতেও ৪৮.৬৪ শতাংশ ভোটমূল্য নিয়ে কিছুটা এগিয়ে এনডিএ।

এই সব দলের হিসেব ছাড়াও উত্তরপূর্বাঞ্চল-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য কিছু আঞ্চলিক দল রয়েছে যাদের হাতে ৩ শতাংশের আশপাশে ভোট রয়েছে। তবে ইতিহাস বলছে এই ভোট সাধারণত জয়ীর দিকেই যায়। সুতরাং বিরোধীরা যতই ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের স্লোগান তুলুন না কেন মোদী বাহিনী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বস্তিজনক জায়গাতেই রয়েছে। কোনো শিবিরে না থাকা ওড়িশার বি জে ডি বা তামিলনাড়ুর এআইডিএমকের সমর্থন পেলেই হাসতে হাসতে জয়।

দিদি আর যে যাই বলুক, আমি জানি আপনি অঙ্কে অতটা কাঁচা নন। সুতরাং আপনার দলের টোটাল হিসেবটা কষে ফেলুন। না, প্লিজ কষবেন না। অঙ্কটা কষলে আপনি হতাশ হয়ে যাবেন। কারণ, দেখতে পাবেন অঙ্ক বলছে, আপনি কিছুই করতে পারেন না। এই রাজ্যে পুরভোটে ভিন দলের জয়ীদের কিনে নেওয়া যায়। অমিত শাহকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো বনবাসী পরিবারকে জোর করে দলে নেওয়া যায়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ভোটের অঙ্ক বদলানো যায় না। আর অঙ্ক বলছে আপনার হাতে সাংসদ, বিধায়ক মিলিয়ে যা ভোট মূল্য তা দিয়ে কোনো কিছুই বদলানো যায় না।

—সুন্দর মৌলিক

সরকারের ভোলবদল—মাতৃভাষায় শিক্ষা

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

কয়েকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের সবকটি বিদ্যালয়ে বাংলা পড়া বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো। এ নিয়ে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে শাসকদল আর তাদের ছদ্মবেশী বিপক্ষের তাবৎ বড়-মেজ-সেজ বুদ্ধিবেচা চতুরের দল উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। ভাবটা এই, এই তো একটা পথ পাওয়া গেছে! বিষয়টি নিয়ে তেড়ে ফুড়ে উঠেছেন অনেকে। তাঁদের বিচিত্র সব মত। যেমন—

১. একদল বলছেন, এটা হওয়া উচিত ছিল অনেক আগে। পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘদিন ধরে অন্য প্রদেশের মানুষদের স্বর্গরাজ্য হয়ে গেছে। এখানে থাকছে কিন্তু বাংলা জানে না, শেখে না— আর উচ্চশিক্ষায় ঢুকে পড়ে এমন বহু নজির তুলে দেখানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, অন্য রাজ্যে তো এমন নেই। বিশেষ করে কেরল সরকার এইরকম একটি কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিছুদিন আগে। অতএব একরকম উচ্ছ্বাস আবেগের ঢেউ উঠছে।

২. দ্বিতীয় দল অস্ত্র শানিয়ে সেটা হিন্দি ভাষীদের বিরুদ্ধে তাক করছেন। তাদের বক্তব্য আরও উগ্র। কেন এমন হবে? ওরা এসে কলকাতা দখল করে নিল। চা-বাগান, শিলিগুড়ি, আসানসোল, খড়্গপুর সব গেছে, গেছে ব্যারাকপুর-শ্রীরামপুর-ব্যান্ডেল। অতএব এদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়াতে হবে।

৩. তৃতীয় দলটি হিন্দি ভাষার শিল্পগুণ-সাহিত্য সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তি জানাতে গিয়ে সংযম রাখছেন না। বলছেন তারা— মুম্বই সিনেমার আধিপত্য, বাণিজ্য আর হিন্দি সাহিত্যের অকিঞ্চিৎকরতা আর হিন্দি চাপিয়ে দেবার দুর্বৃত্তায়ন— আগ্রাসন চলবে না।

বাংলা ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের অহঙ্কারের সীমা নেই। বর্তমান লেখক এনিয়ে দীর্ঘদিন নিবিষ্ট মনে গবেষণা সূত্রে একথা স্বীকার ও প্রচার করতে কোনো দ্বিধা রাখেন না। কিন্তু খটকা লাগে দুটি ব্যাপারে। প্রথম কথা মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের সুযোগ তো বাংলায় চিরাচরিত। এখন নতুন করে এ নিয়ে হৈচৈ করার কারণ কী? ১৯৮১-র জনগণনায় দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা শতকরা ৮৬.৩৪ ভাগ, অন্য ভাষাগুলির মিলিত সংখ্যা শতকরা ১৩.৬৬ ভাগ। এতদিন বাংলা শিখতে শেখাতে যদি অসুবিধা না হয়ে থাকে, আজ হঠাৎ এনিয়ে বেশি গুরুত্ব দেবার কারণটি কী? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে ঝুলি থেকে বড় বড় বেড়াল বেরিয়ে পড়তে পারে।

নানা দিক বিচার করে ১৯৬৮ সাল থেকে ত্রিভাষা-সূত্র চালু হয়েছে। বলা হয়েছে হিন্দি, ইংরেজি আর আধুনিক ভারতীয় ভাষা— এই তিনটি ভাষায় চলবে শিক্ষা। হিন্দি হবে যোগাযোগ রক্ষার জন্য; ইংরেজি রাখতে হবে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে (শিক্ষাবিধি অনুযায়ী যাকে 'লাইব্রেরি ল্যাঙ্গুয়েজ' বলা হয়)।

মাতৃভাষা হিসেবে বাংলাকে গুরুত্ব দেবার ঘোষণাটিকে নিছক রাজনৈতিক চমক বলা ছাড়া গতি নেই। কথাটির প্রমাণ মিলল শিক্ষামন্ত্রী মশাইয়ের সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে। আমাদের রাজ্যের দুর্ভাগ্য, শিক্ষার মতো বিষয়কে এমন 'ঘটিগরম' জাতীয় কথাবার্তায় এনে ফেলা হয়েছে।

মাতৃভাষা রাখতেই হবে। মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা জরুরি শুধু নয় শিক্ষা-বিজ্ঞানের মতো এটা সব থেকে যথাযথ মাধ্যম (সূত্র : 'থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ফরমুলা'; মানব-সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর, কেন্দ্র সরকার; শিক্ষাদপ্তর, নতুন দিল্লি; ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১২, অন্তর্জাল-সংস্করণ)। পশ্চিমবঙ্গে রীতিটি ছিল এইরকম : ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন স্তরে প্রথম ভাষা হিসাবে পড়বে বাংলা কিংবা মাতৃভাষা; দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পড়তে পারবে ইংরেজি, বাংলা বা নেপালির মধ্যে যে-কোনো একটি ভাষা; তৃতীয় ভাষা হিসেবে নির্বাচিত করবে হিন্দি, তেলুগু, বাংলা, মালয়ালাম, উর্দু বা সংস্কৃত ভাষার মধ্যে একটি।

সমস্যা হলো বামপন্থীদের শাসনকালে তখনকার সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ'-র ধুয়া তুলে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজিকে নির্বাসিত করার পর থেকে। এই সিদ্ধান্ত বাঙালি মনেপ্রাণে মেনে নেয়নি। ইংরেজির সঙ্গে আমাদের সংযোগ উপনিবেশ হিসেবে আধুনিক ভারত গড়ে ওঠার সময় থেকে। ভারতবর্ষে বাঙালি ইংরেজিতে পারদর্শিতা আর যথাযথ উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কয়েক কদম এগিয়ে আছে। আমাদের শিক্ষার অভিমান, বৃত্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সুযোগের সম্ভাবনা এই কারণে। বামপন্থীদের সিদ্ধান্ত মানতে না পেরে বাংলার শহর-গঞ্জ-গ্রামে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় কিন্তু সরকার সমালোচনায় কর্ণপাত করেনি। এই শাসন প্রণালীতে তাদের সঙ্গে বর্তমান তৃণমূল শাসনে কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। পরিবর্তন হয়েছে রঙে-পতাকায় কিন্তু হুকুমদারি একই ভাবে থেকে গেছে। আচার্য সুকুমার সেন, ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়-সহ বেশ কিছু মানুষ সেদিন পথে নেমে প্রতিবাদ করলেও বাম সরকার অগ্রাহ্য করেছে! বাঙালি মধ্যবিত্ত তখন ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করেছে ইংরেজি-মাধ্যম বিদ্যালয়ে। বাংলার সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার গঙ্গাযাত্রার সেই শুরু। মাতৃভাষাকে সম্মান করা ভালো, কিন্তু ইংরেজি না শিখলে চাকরি হবে না। এইভাবে একটা বড় অংশ সরকারি শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সরকারি বিদ্যালয়গুলি অর্থহীন হয়ে গেল। আজ অবস্থা ভয়ঙ্কর। প্রথম প্রজন্মের

দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের আকাঁড়া চালের লাপসি ঘাঁটা আর আধখানা ডিম বা ব্লেডে কাটা মাছের ঝোল বিতরণ আর সাইকেল বিতরণ, স্কুলের পোশাক আর কন্যাশ্রী প্রকল্পের অর্থ ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে কিনা ভেবে দেখা দরকার। বিশেষত কন্যাশ্রী প্রকল্পের অর্থ বহু ক্ষেত্রে অভিভাবকরা কন্যার বিবাহে ব্যবহার করছে— এ অভিযোগ শোনা যায় অনেক।

প্রথম, ভাষা নির্বাচনের সুযোগ বন্ধ করা সম্ভব না হলে বাংলা ভাষাকে তৃণমূল স্তরে নেওয়ার আওয়াজ ফাঁকা বাতাসে মিলিয়ে যাবে। সেটা সংবিধান মেনে করাও অসম্ভব। দ্বিতীয়, ভাষার ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর নানা ভাষার সুযোগ হয়েছে— সেটা ভালোই। নেপালির সঙ্গে লেপচা-সাঁওতালি-মুণ্ডারি পড়ানো হলে তো ভালোই। কিন্তু আমরা দেখছি উর্দুর উপর বিশেষ জোর ও বরাদ্দের প্রবণতা যতদিন যাচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাম আমলেই আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আর আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস খোলার জন্য তৎপরতা দেখেছি আমরা। ক্রমে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয়েছে ইসলামি ধর্মতত্ত্ব পড়ানোর আখড়ায়। সংখ্যালঘুদের নাম করে একটি ধর্মগোষ্ঠীকে তোষণ করা ছাড়া অন্যসব উদ্দেশ্য দূর করা হয়েছে। অমুসলমান শিক্ষক-শিক্ষিকারা দাড়ি-টুপি-টানা পাজামায় আতঙ্কিত। অর্থাৎ সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা এখন নিছক দায়সারা গোছের হয়ে পড়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার বাজেট বরাদ্দ এই রাজ্যে শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়নের বরাদ্দকে ছাপিয়ে গেছে।

এই অবস্থায় মাতৃভাষা হিসেবে বাংলাকে গুরুত্ব দেবার ঘোষণাটিকে নিছক রাজনৈতিক চমক বলা ছাড়া গতি নেই। কথাটির প্রমাণ মিলল শিক্ষামন্ত্রী মশাইয়ের সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর লক্ষ্য করে। আমাদের রাজ্যের দুর্ভাগ্য, শিক্ষার মতো একটি বিষয়কে এমন 'ঘটিগরম' জাতীয় কথাবার্তায় এনে ফেলায়। একটা সময় বামপন্থীরা বলতেন, পশ্চিমবঙ্গের উপাচার্য ঠিক হোত 'নন্দন'-চত্বরে সংস্কৃতি- মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে— রবীন্দ্রসদনের আশপাশের ফুটপাথে।' এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে 'অরবিন্দভবনে'র গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে সরিয়ে দেবার নির্দেশ আসে মুখ্যমন্ত্রীর মারফত— ছাত্রদের কলরবের মাঝখানে! কারো মনে থাকে না, উপাচার্য নিয়োগ আর পদচ্যুত করার কিছু নির্দিষ্ট রীতি আছে— তা শেষ পর্যন্ত মাননীয় রাজ্যপালের করার কথা, সরকারি আইনে তিনি সব রাজ্যস্তরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য।

শিক্ষামন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হয় সব সরকারি বিদ্যালয়ে বাংলা বাধ্যতামূলক হবে কী করে? তাঁর উত্তর, এনিয়ে সব পক্ষের মধ্যে আলোচনা করতে হবে! সি বি এস ই-বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যক্রম তো কেন্দ্র সরকারের, সেক্ষেত্রে কী করা হবে? উত্তর হলো, কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। এবিষেয়ে আগে কোনো সমীক্ষা হয়নি, মন্ত্রীমশাই স্পষ্ট স্বীকার করলেন। তাহলে কোন অধিকার আর সমস্যার সমাধান করতে এই তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত? মন্ত্রী মশাইয়ের উত্তর— স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সূত্রে জানা গেছে অনেক স্কুলেই অন্য রাজ্যের ছাত্ররা বাংলা না পড়েই উচ্চশিক্ষায় চলে যাচ্ছে! এই জন্য এই সিদ্ধান্ত। আগে দেখিয়েছি, ত্রিভাষাসূত্র আর তখনকার সরকারের সিদ্ধান্ত খেয়াল করলে এটা বন্ধ করার উপায় নেই। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষাবিদ-পণ্ডিতদের গভীর মনোনিবেশ করা দরকার। ষষ্ঠিচরণের মতো খেলাচ্ছলে হস্তিলোফা শিক্ষাক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর হতে বাধ্য।

তবে যে বাম-ডান মহলে এত উৎসাহ? হিন্দিওয়ালাদের ঘাড়ধাক্কা দেবার ওষুধ ও পথ্য প্রদানের ব্যবস্থা? এর আসল কারণটি বাংলার রাজনীতির সমসাময়িক প্রবণতায়। রামনবমী-হনুমান জয়ন্তীর বিপুল সাফল্য, সারারাজ্যে হিন্দু জাগরণের অভিঘাতটি মোক্ষম হয়েছে। এখন মুখ্যমন্ত্রী সভায় সভায় সংস্কৃত মন্ত্র ঝালাচ্ছেন, রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দ সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছেন বলে ভুল বোঝাচ্ছেন ('যত মত তত পথ' আমাদের বৈদান্তিক অভিজ্ঞান— তা অল্প শিক্ষিত আত্মম্ভর বদ-রাজনীতির দ্বারা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়) আর তাদের নেতারা হনুমানমূর্তি বসাচ্ছেন, কালী মন্দিরে মুসলমানদের দিয়ে জুতো পায়ে খিচুড়ি বিতরণ করছেন, তারা মা'র মন্দিরে রুদ্রাক্ষ নেড়ে প্রমাণ দিচ্ছেন তিনি হিন্দু! ভারতব্যাপী হিন্দু জাগরণের এই ঢেউ আটকানোর জন্য মুসলমান-তোষণ কিছুটা পিছিয়ে পড়ছে। বাঙালি হিন্দু বুঝেছে এই সরকার বিপজ্জনক— হিন্দুর জান-মান-জায়া-জননী-কন্যার লাঞ্ছিত হওয়াতে শুরু, সরস্বতীপুজো বন্ধ করার জন্য প্রিয়া বাগের মাথায় লাঠি আর থানা আক্রমণে— দাঙ্গা, ঘর জ্বালানো, দোকান লুঠের ধারাবাহিকতা— শেষটাও স্পষ্ট। খাগড়াগড়-পিংলা-পিচকুড়ির বিস্ফোরণে তার ইঙ্গিত।

বাঙালি হিন্দুর এই পাশ ফিরে দাঁড়ানোটা সরকারের ভয় বাড়িয়েছে। তারা তাই হিন্দিভাষী হিন্দুদের সঙ্গে বাঙালি হিন্দুর নিবিড় ঐক্যের সম্ভাবনাকে মূলে ধাক্কা দিতে চাইছে। তাই এই বাংলা ভাষার জন্য কুমিরের কান্না। এই পথে আজ মোল্লাপন্থী-নমাজবাদী-বাম ও ডানরা তাই এক সঙ্গে মধ্যরাত্রির শিবারব তুলেছে। না বুঝে কিছু প্রকৃত বঙ্গ ভাষাপ্রেমী এই শিবারবকে কলরব ভেবে গলা সাধছে।

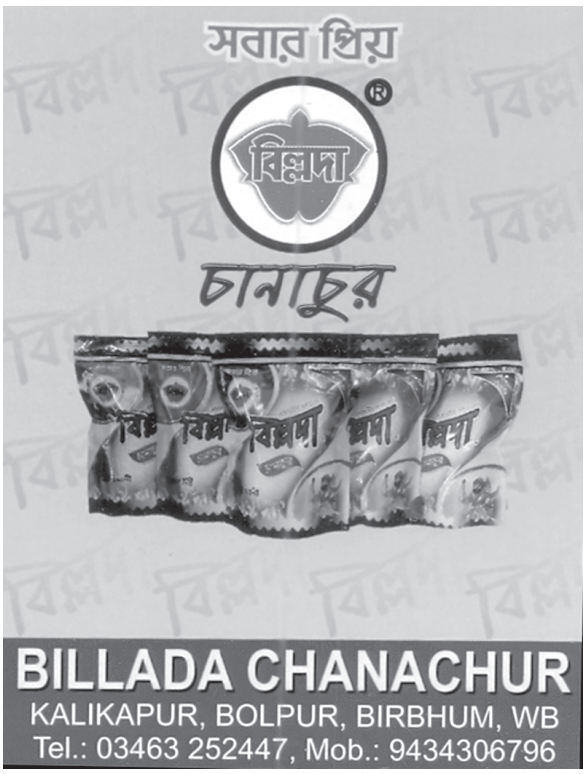

ইসলামি মাতব্বরদের ভয় পান পবিত্রাত্মা খলিফা ব্যানার্জী

অমলেশ মিশ্র

এ রাজ্যে মুসলমানদের 'তিন তালাক' ব্যবস্থার সমর্থন করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষতিকর কাজ করেছে।

(১) পৃথিবীর ছোটবড় ২২টি ইসলামিক দেশে তিন তালাক নিষিদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমান মহিলারা তিন তালাক জনিত লাঞ্ছনা, অসহায়তা ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। মমতাদেবী ও তাঁর দল চাইছেন যে এই রাজ্যের মুসলমান মহিলারা লাঞ্ছনা, অসহায়তা ও অনিশ্চয়তার অন্ধকারেই থাকুন— এটা তাদের শাস্তি। কেন তারা মুসলমান মেয়ে হয়ে জন্মাবেন?

(২) একথা সর্বজনবিদিত যে, এদেশের মুসলমান সমাজ ভারতীয় নাগরিক হিসেবে ততটা পরিচিত নয়। তাদের পরিচয় যে তারা এক বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মানুষ যাদের কেবল ভোটের গুরুত্ব আছে। এ রাজ্যে মুসলমান মাতব্বরদের দাপট, তাদের সমাজের প্রগতিশীলদের থেকে অনেক বেশি।

(৩) ভোট ভিখিরি মমতাদেবী ও তার দল এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল। তাই তারা মুসলমান মাতব্বরদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে ভয় পান। এর ফলে মুসলমান সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের কথা না ভেবে তিনি মুসলমান মাতব্বররা যাতে খুশি থাকবেন তাই করেন। এরা ভাতা চাইলে ভাতা পান, দাঙ্গা করলে পুলিশের সহায়তা পান, হিন্দুদের পূজা বন্ধ করতে চাইলে করতে পারেন, হিন্দুধর্মীয় শোভাযাত্রা কোন পথ ধরে চলবে আর চলবে না, তাও মুসলমান মাতব্বরদের পরামর্শে স্থির হয়।



মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যান্ড কোং মুসলমান মাতব্বদের যে কতটা ভয় করেন এবং ভালবাসেন সম্প্রতি তার একটা নির্জলা প্রমাণ পাওয়া গেল। মাতব্বরদের একটি সভায় তিন তালাক সমর্থন করা হলো। মমতাদেবীও কালক্ষেপ না করে জানিয়ে দিলেন যে তাঁরা তিন তালাকের সমর্থক।

(৪) মমতাদেবী ও তাঁর দল এবং তাদের পরিচালিত সরকার এই ভাবে তীব্র সাম্প্রদায়িকতার আবহ সৃষ্টি করছেন। সম্প্রদায় ভিত্তিতে সুবিধা বন্টন গর্হিত কাজ।

(৫) মুসলমান সমাজের মাতব্বররা গোঁড়া মৌলবাদী হওয়ায় এবং তাদের ইশারায় ও দাবিতে সরকার পরিচালিত হওয়ায় ওই সমাজের প্রগতিশীল অংশ কী চাইছেন বা বলছেন— তা মমতাদেবীদের অজ্ঞাতই থাকে।

(৬) এই মুসলমান পক্ষপাতিত্বের কারণে, এ রাজ্যে হিন্দু বিরোধিতা এবং গায়ে পড়ে হিন্দু বিরোধিতার প্রবণতা বাড়ছে। ৫ বছর আগেও হিন্দু বিরোধী যেসব কাণ্ড ঘটত না, এখন সেগুলিও আকছার ঘটছে।

(৭) মুসলমান সমাজের সন্ত্রাসবাদীরা এ রাজ্যে মাঝে মধ্যে তাদের পেশী আস্ফালন করে মমতাদেবী ও তার সরকারকে বুঝিয়ে দেয় যে তাদের দাপটের কাছে মাথা না নোয়ালে ভোটের বাক্সে তার প্রতিফলন হবে। ক্ষমতা চলে যাওয়ার ভয়ে সর্বদা ভীত মমতাদেবী ও তার কোম্পানির উপর ওই সমাজের পেশী আস্ফালন খুবই প্রভাব ফেলে। মাতব্বররা আরও প্রশ্রয় পেয়ে যায়। হিন্দুদের উপর আক্রমণ বাড়ে। এই পরিস্থিতি এই রাজ্যের পক্ষে যথেষ্ট বিপজ্জনক।

তালাকপ্রাপ্ত মুসলমান মহিলারা নিজেদের সন্তানদের মুখে ভাত তুলে দিতে পারেন না, কারণ শরিয়তি বিধানে তারা কোনো খোরপোষ পাওয়ার হকদার নন। আর দেন-মোহর ব্যবস্থায় কয়েকদিন চলতে পারে, সারাজীবন চলে না। তাহলে ওই মহিলাদের এবং তাঁদের শিশুদের পরিণতি কী হতে পারে, তা সরকারের চিন্তা করা দরকার। ভোটের লোভে ও মাতব্বরদের তথা ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ওই মহিলা ও শিশুদের নিরন্ন করে দেওয়া একটি সরকারের পক্ষে অমার্জনীয় ত্রুটি। এই ত্রুটির সংশোধন আবশ্যক।

এবার একটি মৌলিক প্রশ্নে আসা যাক। প্রশ্নটি হলো— সবশ্রেণীর মুসলমানদের সর্ব

বিষয়ে ফতোয়া দেওয়ার অধিকার এই মাতব্বরদের কে দিয়েছে?

ইরান, তুরস্ক, বাংলাদেশ, পাকিস্তান প্রভৃতি ২২টি দেশের মুসলমান সম্প্রদায় কী কম ইসলামি? অথবা যুগের ও মানসিকতার পরিবর্তনের প্রতি দায়বদ্ধ? যদি তিন তালাক অনিবার্যই হয় তবে ওই সব দেশ তা রহিত করল কেন? তারা যদি ইসলাম বিরোধী কাজ করে থাকে তবে আন্তর্জাতিক মুসলমান সমাজ চুপ কেন? অর্থাৎ তালাক ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকলেও তা অনিবার্য নয়। একটা মানবিক দিক আছে যা এ রাজ্যের মাতব্বররা মানতে রাজি নয় এবং এ রাজ্যের সরকার সেই অমানবিক কাজে ওইসব মাতব্বরদের প্রশ্রয় দিচ্ছে।

ইসলামে পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই তালাক দিতে পারেন। মহিলারা তিনটি পদ্ধতিতে তা প্রয়োগ করতে পারেন— ইস্‌মা, নিকাহ-ই-ফাসেক এবং ফুলা (কাজি মাসুম আখতার)। পুরুষরা পাঁচটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন— সুন্নত তালাক, বিদঙ্গ তালাক, বাইন তালাক রাজঙ্গ তালাক এবং আহ্‌সাম তালাক বা আসান তালাক (কাজি মাসুম আখতার, ভারতাজির ১৬.১.১৭)। নবি মহম্মদের এন্তেকালের পর খলিফাদের আমলে স্থির হয়— আসান তালাক গ্রহণীয় পদ্ধতি একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে। এই তালাকের প্রয়োগ পদ্ধতি দীর্ঘমেয়াদি। মুসলমান মহিলাদের এই পদ্ধতিতে তালাক দিতে গেলে তিনটি ঋতুকালে তিনমাস ধরে তালাকপর্ব সম্পন্ন করতে হয়। এই সময় কালের পক্ষে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়পক্ষের প্রতিনিধিরা আলোচনা করে বিরোধ মিটিয়ে দিতে পারেন।

মুসলমান মাতব্বর যারা ফতোয়া জারি করেন, তারা মুসলমান পুরুষদের আসান তালাকে বাধ্য করেন না, অপরদিকে মহিলাদের যে তালাক দেওয়ায় অধিকার আছে— সে বিষয়েও দায়িত্ব পালন করেন না, আর মমতাদেবী, তার দল ও সরকার, ভোট পাওয়ার লোভে ফতোয়াবাজদের তাঁবেদারি করছেন মানবতার বিরুদ্ধে।

তালাক প্রাপ্ত মহিলা ও তার সন্তানদের ভরণপোষণের ও ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে সরকার ভাবে না। যদি এই মহিলা বা শিশুরা বিষাক্ত মদ পান করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিত, তাহলে হয়তো ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পেত। তালাকপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষুধায় মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণের হকদার হওয়া যায় না এই সরকারের বিধানে।

আর একটি মৌলিক প্রশ্ন হলো তালাকপ্রাপ্ত মুসলমান মহিলারা কেন হিন্দু মহিলাদের মতো খোরপোষ পাবেন না? মুসলমান মহিলা হওয়া কী অপরাধ যে তাদের শাস্তি হবে— ক্ষুধায় থাকা, লাঞ্ছনা, অনিশ্চয়তা ও অসহায়তা বরণ করা?

তালাকপ্রাপ্ত মুসলমান মহিলারা আবার তাদের তালাক দেওয়া স্বামীদের কাছে ফিরে আসতে পারেন। কিন্তু সেটিও একটি নির্মম প্রথা। তালাকপ্রাপ্তাকে অন্য এক মুসলমান ব্যক্তিকে বিয়ে করতে হবে, তাকে দেহদান করতে হবে, তার কাছ থেকে তালাক পেতে হবে। তারপর তিনি সেই তালাকদাতা প্রথম স্বামীর স্ত্রী হিসেবে বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণীয় হবেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যান্ড কোং মুসলমান মাতব্বদের যে কতটা ভয় করেন এবং ভালবাসেন তার একটি নির্জলা প্রমাণ পাওয়া গেল। মাতব্বরদের একটি সভায় তিন তালাক সমর্থন করা হলো। মমতাদেবীও কালক্ষেপ না করে জানিয়ে দিলেন যে তাঁরা তিন তালাকের সমর্থক।

মমতা দেবীদের ভয় পাওয়ার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেল ২০১৭ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই। ৭ জানুয়ারি কলকাতার ক্যালকাটা ক্লাবে একটি আলোচনা সভা আহ্বান করেছিলেন বাংলা ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা। আলোচ্য ছিল বালুচিস্থান নিয়ে। প্রধান বক্তা ছিলেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত সাংবাদিক তারেক ফতেহ্‌।

৬ জানুয়ারি বর্তমান খবরের কাগজ মারফত জানা গেল যে আলোচনা সভাটি হবে না। যেহেতু ক্যালকাটা ক্লাব শেষ মুহূর্তে জানিয়েছে যে তারা সম্মতি দিতে অপারগ।

৫ জানুয়ারি জি নিউজ মারফত জানা গেল যে সাংবাদিক বক্তা তারেক ফতেহ্‌ জানতে চেয়েছেন— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাকিস্তানের সমর্থক কিনা। জি নিউজে আরও জানা গেল যে কলকাতা পুলিশ কর্তৃপক্ষ ক্যালকাটা ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছিলেন। তারপরই ক্লাব কর্তৃ পক্ষ আয়োজক সংস্থা বাংলা ফাউন্ডেশনকে জানান যে তারা অনুমতি দিচ্ছেন না।

তারেখ ফতেহ্‌ একটি টুইট করেছেন— ৫.১.১৭ তারিখে। Oh Calcutta! Capital of the Islamic Republic of West Bengal under her Holiness Khalifa Banerjee।

কলকাতা! পবিত্রাত্মা খলিফা ব্যানার্জি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী। ■

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন। ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

গত তিন বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে সদর্থক পদক্ষেপ

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

গত মাসে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে বিজেপি পরিচালিত সরকার তিন বছর পূর্ণ করল। এই সময়কালের মধ্যেই নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় রাজনীতির ধ্যান-ধারণাকে আমূল বদলে দিয়ে এক অবিসংবাদী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে জনমনে স্থান করে নিয়েছেন। দেশকে সুযোগ্য নেতৃত্ব দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর দলের গ্রহণযোগ্যতাকেও বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে ভারতের ৩১টি প্রদেশের মধ্যে ১৭টিতে বিজেপি ও তার সহযোগী দলের সরকার চলছে যার মধ্যে বিজেপির ১৩ জন মুখ্যমন্ত্রী ও ৩ জন উপমুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন। সার্বিকভাবে বিহার, দিল্লি ও পঞ্জাব— এই তিন রাজ্য বাদে গত তিন বছরে যেসব রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে তাতে বিজেপির বিজয়রথের গতি অব্যাহত রয়েছে। তেমনি দিল্লি, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, ওড়িশা এসব রাজ্যের পঞ্চায়েত ও পুর ভোটে বিজেপির চোখ ধাঁধানো সাফল্য আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-ঝড়ের ইঙ্গিতই দিয়ে চলেছে। শুধুমাত্র নির্বাচনী সাফল্যই নয়, ভারতীয় সমাজের শ্রেণী-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিজেপির প্রতি মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থনের নিরিখেও বিজেপি আজ ভারতের একমাত্র প্রকৃত সর্বভারতীয় দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও বিরোধীরা নজিরবিহীন ভাবে জোট করে আগামী লোকসভা ভোটে মোদীজীকে চরম প্রত্যাঘাত করার যে স্বপ্ন দেখতো, আজ তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। বিজেপির প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস, জাতীয় স্তরে মোদীজীর সরকারকে 'স্যুট-বুটের সরকার'— এই তকমা দিয়ে বিঁধতে চেয়েছিল। জবাবটা মোদীজী তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। সরকার গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নেওয়া 'মনরেগা' (MGNREGA) প্রকল্পটি আরও মজবুত করেছে; কৃষি ক্ষেত্রকে উন্নত করতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে; সমাজসেবার পরিসরকে আরও বাড়িয়েছে; জনধন যোজনায় গরিবদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে ভরতুকির টাকা সরাসরি তাঁদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে; আধার কার্ডের সুব্যবহার করে উন্নততর স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবা সমাজের প্রান্তিক স্তরের মানুষগুলোর কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

উন্নততর ভারতের লক্ষ্যে বাজেট : যে সময় গোটা বিশ্বের আর্থিক বিকাশে ভাটা পড়েছে সে সময় ভারত ব্যতিক্রমীভাবে বিশ্বের দ্রুততম বিকাশশীল দেশের তালিকায় নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এমনই এক সাহসী সিদ্ধান্ত হলো, সাধারণ বাজেট থেকে আলাদা করে রেল বাজেটে পেশ করার ঔপনিবেশিক প্রথা বিলুপ্ত করা। রেলপথের সঙ্গে সড়ক ও জলপথ পরিবহণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আগে রেলকে তার লভ্যাংশ থেকে একটা বড় অংশ দিতে হোত সাধারণ বাজেটের ভার বহন করতে। এবার রেল বছরে ১০,০০০ কোটি টাকা বাঁচাতে পারবে যা রেল তার সুরক্ষা ও পরিকাঠামো বাড়ানোতে খরচ করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রাযোজনার মাধ্যমে ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের আরও বেশি আর্থিক সহায়তা দেবার লক্ষ্যে ব্যয় বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ করে ২.৪৪ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের পছন্দের গন্তব্য হিসেবে ভারত এখন প্রথম সারিতে রয়েছে। সেদিকে নজর রেখে বিদেশি বিনিয়োগ উন্নয়ন পর্ষদ ৫০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত সমস্ত বিনিয়োগ কাগজপত্র সংক্রান্ত জটিলতা তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন শতকরা ৯০ শতাংশ বিনিয়োগ 'অনলাইন' আবেদন ও মঞ্জুরের মাধ্যমে আসছে।

কৃষকের স্বার্থে : কৃষকের স্বার্থে, কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর মোদী সরকার নিরন্তর কাজ করে চলেছে যার সুফলও মিলেছে। কৃষকের স্বার্থে সরকারের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলি হলো—

 দেশের প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি কৃষকের কাছে 'Soil health Card' পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। মাটির পুষ্টিগুণ যাচাই করে কৃষকরা এখন লাভজনক ফসল চাষের সিদ্ধান্ত সহজেই নিতে পারবেন। এখন ইউরিয়ার সঙ্কটের কথা আর শোনা যায় না। কৃষককে উন্নত বীজ দেবার পাশাপাশি প্রতি খেতে সেচ সুনিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চয়ী যোজনা চালু করা হয়েছে। ডালের লাগামছাড়া দামে রাশ টানতে এবং কৃষকরা যাতে ন্যায্য দাম পান সেদিকে নজর রেখে এবছর ৮ লক্ষ টন ডালের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডকে রুপে ডেবিট কার্ডে বদলে দেওয়া হবে।

গরিবের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে :

 প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে গৃহহীন গরিবদের বাসস্থান সুনিশ্চিত করা হয়েছে। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে দেশজুড়ে ৪ কোটির উপর শৌচালয় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি গরিবের ঘরে নামমাত্র দামে রান্নার গ্যাস পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সুবিধা

প্রাপকদের মধ্যে ৩৭ শতাংশই তপশিলি জাতি/উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনায় ১৩ হাজারের মতো গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ২৩ কোটির মতো এল ই ডি বাল্ব বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে ১০,০০০ কোটিরও বেশি মূল্যের বিদ্যুৎ সাশ্রয় সম্ভব হয়েছে। জনধন যোজনায় গরিবদের অ্যাকাউন্টে দেশজুড়ে বিপুল অর্থ জমা হয়েছে। মিশন ইন্দ্রধনুষের মাধ্যমে প্রায় ৬০ লক্ষ গরিব শিশুরা উপকৃত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় জনওষধী পরিযোজনায় গরিবরা যাতে কম দামে উন্নতমানের ওষুধ পেতে পারেন তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

বঞ্চিত ও দুর্বল মানুষদের সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে :

'স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া' প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ লক্ষেরও বেশি তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং মহিলা উদ্যোগপতিদের সহায়তা দেওয়া হয়েছে। বনবন্ধু কল্যাণ যোজনায় বনবাসীদের উন্নয়নের জন্য দেশজুড়ে ১৪টি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ্রামীণ মানুষদের কর্মসংস্থান ও পরিকাঠামো বাড়ানোর লক্ষ্যে :

'মনরেগা' প্রকল্পে আজ পর্যন্ত সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে, ৪৮,০০০ কোটি টাকা। ২০১৮-র ১ মের মধ্যে ১০০ শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে।

স্বচ্ছ ভারতের লক্ষ্যে : একটি স্বচ্ছ ভারত গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে প্রধানমন্ত্রী বদ্ধপরিকর। এখন রাজনৈতিক দলগুলি কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে নগদে ২০০০ টাকার বেশি অনুদান নিতে পারবে না। মোটা টাকা অনুদান নিতে গেলে চেক অথবা ডিজিটাল মাধ্যমে নিতে হবে। এই একটা পদক্ষেপে, রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদানের মাধ্যমে কালোটাকা সাদা করার সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, এখন ৩ লক্ষ টাকার উপরে যে-কোনো ধরনের লেনদেন আর নগদে করা যাবে না। নগদপথে কালোটাকার লেনদেন রুখতে এটা একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার লক্ষ্যে ডিজিটাল অর্থনীতি :

২৫০০ কোটি ডিজিটাল লেনদেনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল লেনদেনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পেমেন্ট রেগুলেটরি বোর্ড গঠন করবে।

মাতৃশক্তিকে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে :

চাকুরিজীবী মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে ২৬ সপ্তাহ করা হয়েছে। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনার মাধ্যমে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির আর্থিক সহায়তা দেবার জন্য ১৬,০০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' অভিযানে দেশজুড়ে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে।

সুচিকিৎসার মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে :

গর্ভবতী মহিলারা মাতৃত্বকালীন সুবিধা হিসেবে ৬০০০ টাকা পাবেন। সরকার ২০১৭ সালের মধ্যে কালাজ্বর এবং ফাইলারাইসিস, ২০১৮ সালের মধ্যে কুষ্ঠ, ২০২০ সালের মধ্যে হাম এবং ২০১৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মা নির্মূল করবে। দেশে ৫০০০ স্নাতকোত্তর ডাক্তার তৈরি করবে।

বিকলাঙ্গদের কল্যাণে :

সরকারি চাকরিতে এঁদের সংরক্ষণ ৩ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশ করা হয়েছে। মে, ২০১৪ থেকে ৪৭০০টি বিশেষ সহায়তা শিবির থেকে ৬ লক্ষের উপর দিব্যাঙ্গরা উপকৃত হয়েছেন। নিরাময় স্বাস্থ্য বিমা যোজনায় দিব্যাঙ্গরা ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিমার সুরক্ষা পান।

যুবসমাজকে আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে :

'মেক ইন ইন্ডিয়া' এখন ভারতের সর্ববৃহৎ উদ্যোগ এবং ভারত বিশ্বের বড় উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। বিনিয়োগকারীদের পছন্দের গন্তব্য হিসেবে ভারত এখন প্রথম তিনটি দেশের মধ্যে রয়েছে। শ্রম আইনের সরলীকরণ, পণ্য পরিষেবা করের সংস্কার করে সরকার দেশে ব্যবসা করার পথকে অনেক সহজ করে দিয়েছেন। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে সরকার ব্যক্তি উদ্যোগকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছে।

মুদ্রা যোজনায় কোনো রকম ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি ছাড়াই যুবকদের ঋণ দেওয়া হচ্ছে। গত আড়াই বছরে ৬ কোটিরও বেশি যুবককে ৩ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রক (Skill Development Ministry) গড়ে তোলা হয়েছে যা একটা সার্বিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে।

উন্নয়নযজ্ঞে সাধারণ মানুষকে শামিল করার লক্ষ্যে :

প্রধানমন্ত্রী মনে করেন সরকারের শক্তির থেকে জনগণের শক্তি বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এতবড় দেশ চালানো অসম্ভব। কালোটাকা আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার সময় জনশক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ৪ কোটিরও বেশি শৌচালয় তৈরি হয়েছে এবং একশোর উপরে গ্রাম উন্মুক্ত শৌচালয়মুক্ত বলে ঘোষিত হয়েছে। এটা জনশক্তির ক্ষমতার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এক কোটির বেশি নাগরিক স্বেচ্ছায় রান্নার গ্যাসে ভরতুকি নেওয়া বন্ধ করেছেন। এটা জনশক্তির ক্ষমতার আরও একটি নিদর্শন।

ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শপুরুষ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। মোদীজীর 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' ভাবনা পণ্ডিতজীর রাষ্ট্রচিন্তারই অনুচিন্তন বলা যায়। সমাজের দুর্বল অংশের উন্নয়ন করে তাকে সমাজের মূলস্রোতে শামিল করে একটি উন্নত ও বলিষ্ঠ ভারত গঠনের লক্ষ্যে মোদীজী নিরলস ও নির্ভীকভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন। আর তাঁর আত্মবিশ্বাসের উৎসস্থল হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সমস্ত মানুষের সমর্থন যা ইদানীংকালের সবধরনের নির্বাচনের গতি-প্রকৃতি দেখলে সহজেই বোঝা যায়।

Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.

ডাটা®

গুঁড়ো মশলা

‘থাকে যদি ডাটা,
জমে যায় রান্নাটা’



কেনার সময় অবশ্যই

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড

নাম দেখে তবেই কিনবেন



Pure Indian Spices

fssai Lic. No. 12812019005087

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ২০৭ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কোলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ ঃ (০৩৩) ২২৫৯ ০৮৬৩/১৭৯৬/৪১১২/৫৫৪৮
email : dutaspice@gmail.com
website : www.dutaspices.com

তিন বছরের মোদী সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার

অম্লানকুসুম ঘোষ



আমরা সাধারণ মানুষেরা অর্থনীতির প্যাঁচ-পয়জার অত বুঝি না। আগে হাটে-বাজারে গেলে খুচরো নিয়ে যে ঝামেলা হোত এখন তা দেখি না। অটোতে উঠতে হলে খুচরো নিয়েই উঠতে হোত, তা না হলে ঝামেলা বাড়ত। পেঁয়াজ বা আলুর দাম নিয়ে এখন আর বাজার গরম নেই। জিনিসপত্তরের দাম অনেকটাই স্থিতিশীল। বাড়ির কাজের মাসিকে আগের মতো অতটা ব্যাজার দেখি না, মেয়ের কাছে শুনেছি মাসি উজ্জ্বলার গ্যাস পেয়েছে। কিছুদিন আগে মাসি নাকি জনধন যোজনায় ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্টও খুলে এসেছে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এইসব ছোট ছোট ছবিই ইঙ্গিত দেয় মোদীর ভারতে গত তিন বছরের হাল-হকিকত।

অর্থনীতির বিষয়টা তাই যতই জটিল হোক না কেন, একটা জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে তা একটা গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। একথাটা মনে রেখেই মোদী জমানার তিন বছরের আলোচনা করা যেতে পারে।

অর্থনীতির প্রধান ভিত্তিভূমি হলো মানবসম্পদ। মানবসম্পদের যদি বিকাশ ঘটানো যায় তাহলে সেই বিকশিত মানবসম্পদ আগামী দিনে দেশের অর্থনীতিকে দীর্ঘমেয়াদিভাবে সমৃদ্ধ করতে পারে। দেশের দীর্ঘমেয়াদি বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে মোদী সরকার তাই প্রথমেই গুরুত্ব দিয়েছে দেশের মানবসম্পদের বিকাশ সাধনে এবং এই মানবসম্পদের বিকাশ সাধনের সর্বপ্রথম পর্যায় দেশের সিংহভাগ মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের বন্দোবস্ত করা এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে এমন ভাবে গড়ে তোলা যাতে এই প্রয়োজনগুলি দেশের সিংহভাগ মানুষ সহজেই পূরণ করতে পারে। সেই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য মোদী সরকার প্রথম বছর থেকেই একের পর এক পদক্ষেপ করেছে। প্রথম বছরে জনধন যোজনার দ্বারা দেশের সব লোকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করে দিয়ে সবাইকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ওই বছরই প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় সঞ্চয় এবং আকস্মিক ঋণের দরকার মিটিয়ে অর্থনীতির প্রথম ধাপ সম্পন্ন হয়েছিল। দ্বিতীয় বছরে এল প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি ইত্যাদি নানাবিধ বীমা যোজনা। বছরে ১২ টাকার বিনিময়ে ২ লক্ষ টাকার জীবনবীমা অর্থনীতির প্রান্তিক স্তরে অবস্থানরত ব্যক্তিবর্গের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে যাঁরা এমন পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যে পেশায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু বা অঙ্গহানি (এবং তজ্জনিত কারণে কর্মহানি) ঘটা বিচিত্র নয়। তারা বর্তমানে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে।

তৃতীয় বছরে মোদী সরকারের সবচেয়ে বড় চমক হলো বাসস্থানের ব্যাপার। তৃতীয় বর্ষে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র এবং মধ্যবিত্তদের বাসস্থানের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই আবাস যোজনার দুটি ভাল দিক— একটি গ্রামকেন্দ্রিক এবং অপরটি শহরভিত্তিক। গ্রামকেন্দ্রিক আবাস যোজনার মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মানুষকে বাড়ি তৈরির জন্য সরাসরি টাকা দেওয়া হয় তাদের অ্যাকাউন্টে। ফলস্বরূপ একদিক তারা নিজেদের বাড়ি যেমন তৈরি করতে পারে, অপরদিকে তেমন দরিদ্রদের জন্য প্রদেয় অর্থ মাঝপথে লুঠ হওয়ার হাত থেকেও বাঁচে। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার মাধ্যমে সারাদেশের মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার সুবিধে আবাস যোজনার সময়ে এভাবেই

ফঃ ৩

পেয়েছে সাধারণ মানুষ। এবং এই প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত সাত লক্ষ পয়ষট্টি হাজার কোটি টাকা খরচ করাও হয়ে গেছে। এছাড়া শহরাঞ্চলের গৃহহীন মধ্যবিত্তদের জন্য এক বড় সুযোগ এনে দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এতদিন যে-কোনো সরকার অনুদান দিত শুধু দরিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের জন্য, এবারই প্রথম কোনো সরকার মধ্যবিত্তদের জন্য অনুদানমূলক প্রকল্প শুরু করল।



অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সমস্যা সমাধান হওয়ার পর জনসাধারণ সহজেই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে ব্যয় বাড়িয়ে নিজেদের উন্নতি করে তুলতে পারছে। তবে শুধুমাত্র জনসাধারণের মধ্যে অর্থ বিতরণই নয় বা সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিই নয়, অর্থনৈতিক উন্নতির আর এক বড় মাপকাঠি হলো দুর্নীতি দূরীকরণ। এ ব্যাপারে মোদী সরকার দৃঢ়সংকল্প। উপরে উল্লিখিত জনধন যোজনার মাধ্যমে খোলা অ্যাকাউন্টে আবাস যোজনার টাকা যাওয়া তো আছেই এছাড়াও সরকারি আরও নানান অনুদান এমনকী একশো দিনের কাজের মজুরি পর্যন্ত জনধন যোজনার মাধ্যমে সরাসরি প্রাপকের হাতে পৌঁছেছে। এর ফলে এতদিনের অভ্যেস দরিদ্রের অর্থ লুঠ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন মহল মোদী সরকারের ওপর ক্রুদ্ধও হয়েছে। ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর আচরণ তার নিখুঁত প্রমাণ।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আক্রমণটি কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন কিন্তু বিমুদ্রীকরণের মাধ্যমে। জনধন যোজনা যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়, তাহলে বিমুদ্রীকরণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের সমান। দ্বিমুখী উদ্দেশ্য বিমুদ্রীকরণের ফলে সাধিত হয়েছে। প্রথমত, কালোটাকার দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়ত, জালটাকার দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে। কালোটাকার দূরীকরণ কতটা হলো সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যাক। প্রথমত, ব্যাঙ্কে ফেরত আসেনি এরকম টাকার পরিমাণ তিন শতাংশ অর্থাৎ প্রায় পয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকা। এছাড়াও বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে জমা পড়া বেহিসেবি (এবং সে কারণে আয়কর দপ্তরের নজরাধীন) টাকার পরিমাণ প্রায় সাত লক্ষ কোটি টাকা। এই দুই টাকার যোগফল সাত লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকা যা জাতীয় আয়ের প্রায় দশ শতাংশ। অর্থাৎ এই বিপুল পরিমাণ অর্থ দুর্নীতিগ্রস্তদের কবল থেকে সরকারের হাতে এল এবং সরকার এই অর্থ এরপর জনহিতার্থে খরচ করতে পারবে। এছাড়াও এই টাকার একটা বড় অংশ বাজারে আর না আসার ফলে বাজারে টাকার জোগান হ্রাসপ্রাপ্ত হবে অর্থাৎ টাকার দাম কমবে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হ্রাস ঘটবে। যা ইতিমধ্যে দেখা গেছে। ভোগ্যপণ্য ও বসতবাড়ি,ফ্ল্যাট ইত্যাদির দাম ইতিমধ্যেই নিম্নমুখী। আর বিমুদ্রীকরণের দ্বিতীয় প্রভাব জালটাকা দূরীকরণ যে কত বড় বিপদ থেকে দেশকে রক্ষা করল তা আমরা সাধারণ মানুষ এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। ইন্টারপোলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আগামী তিন বছরে সাত লক্ষ কোটি টাকার জালনোট ভারতের বাজারে ঢোকার পরিকল্পনা করেছিল পাকিস্তান ও চীন। এই সাত লক্ষ কোটি টাকা যা কিনা দেশের মোট মুদ্রার প্রায় চল্লিশ শতাংশ তা ভারতের বাজারে ঢুকলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি আগামী তিন বছরে প্রায় সত্তর শতাংশ বাড়ত (স্বাভাবিক চব্বিশ এবং জালটাকার চল্লিশ এবং উভয়ের উৎপাদক মিলে)। অর্থাৎ তিন বছর বাদে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক না খেতে পেয়ে মারা যেত যদি না মোদী সরকার সঠিক সময়ে এই বিমুদ্রীকরণ করতেন। দীর্ঘমেয়াদি এই সব মহান লক্ষ্য নিলেও বর্তমানের প্রতি বা হ্রস্বমেয়াদী উন্নতির প্রতি মোদী সরকার যে একদমই নজর দিচ্ছে না তা নয়। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেশের জাতীয় গড় আয় বা জিডিপি'র বৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাওয়া। বর্তমানে সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতের জিডিপি রেটই সর্বোচ্চ (চীন বা জাপানের চেয়েও বেশি।)

কৃষকদের উন্নতির জন্য মোদী সরকার যে বিপুল প্রকল্পসমূহ নিয়েছেন তা এক প্রবন্ধে আলোচনার যোগ্য নয়, শুধু এককথায় এটুকু বলা যায় স্বাধীনতার পর গত সাতষট্টি বছরে কৃষকদের উন্নতির জন্য বিগত সরকারগুলি যা কিছু করেছে, মোদী সরকার গত তিনবছরে তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করেছে।

কৃষকদের কথা ভাবলেও ব্যবসায়ী বা ক্ষুদ্র উদ্যোগপতি বা কারিগর ও অন্য পেশার মানুষদের কথা যে সরকার ভাবছে না তা নয়। মুদ্রা যোজনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। পুঁজিহীন কিন্তু হাতের কাজে দক্ষ শিল্পী বা অন্য দক্ষ ব্যক্তিরা যাতে নিজেরা শিল্পপতি হতে পারেন সেজন্য মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে তাদের বিনা বন্ধকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। যা অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিপ্লব আনবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মোদী সরকার ২০২২ সালের মধ্যে 'নতুন ভারত' গড়ার যে ডাক দিয়েছেন— দেশকে উন্নতির যে চরম সোপানে নিয়ে যাবার কথা বলেছেন তা বাস্তব হবে কিনা তার বিচার করবে ভবিষ্যৎ। তবে একটা কথা বলাই যায় সকাল দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে বাকি দিনটাও রৌদ্রকরোজ্জ্বলই হবে। ■

এন ডি এ সরকারের তিন বছর

মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী

সম্প্রতি একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম-কৃত সমীক্ষায় দেখা গেছে দেশের ৬১ শতাংশ মানুষ মনে করেন, ক্ষমতায় আসার আগে নরেন্দ্র মোদী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূরণ করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। এদের একটা বিরাট অংশের (৭৬ শতাংশ) বক্তব্য, এখনই যদি ভোট হয় তাহলে তারা নরেন্দ্র মোদীকেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাইবেন। প্রশ্ন হলো, নরেন্দ্র মোদীর এই বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ কী? গত তিন বছরে সরকারের সাফল্য এবং রাজনৈতিক দর্শন বিশ্লেষণ করলেই পাওয়া যাবে এ প্রশ্নের উত্তর।



অর্থমন্ত্রক

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : অরুণ জেটলি

বিশ্বজুড়ে মন্দার মধ্যে ভারতের অবস্থান উজ্জ্বলতম বিন্দুর মতো। এমনটাই মনে করছে ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড।

নরেন্দ্র মোদী সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন ভারতের অর্থনীতির হাল খুবই খারাপ ছিল। দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের প্রথম তিন বছরে ভারত চড়া মুদ্রাস্ফীতি, রাজস্ব আদায়ে ভয়াবহ ঘাটতি এবং নীতিপঙ্গুত্বের কারণে প্রায় ধুঁকছিল। অথচ নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রথম তিন বছর চিহ্নিত হয়ে থাকবে আর্থিক স্থিতিশীলতা, মৌলিক সংস্কার এবং স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ প্রশাসন উপহার দেওয়ার জন্য।

মুদ্রাস্ফীতি : ২০১৭

২০১২ সালে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি পৌঁছে গিয়েছিল ১২ শতাংশে। ২০১৭-তে মুদ্রাস্ফীতি নেমে এসেছে ৩ শতাংশে।

ঋণনীতি

ভারতের গড় অভ্যন্তরীণ আয়ের একটা বড়ো অংশ হলো ঋণ। ইউপিএ আমলে এর পরিমাণ ছিল ৮০ শতাংশ। মোদী সরকার প্রথম তিন বছরে একে ৬০ শতাংশে নামিয়ে এনেছে।

এই প্রসঙ্গে জিএসটি-র কথাও উঠবে। ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ৩৭ কোটি নাগরিক আয়কর জমা দিয়েছেন। জিএসটি চালু হয়ে যাবার পর সংখ্যাটা ৪২.৮ কোটিতে পৌঁছে যাবে।

যেসব কাজ হয়েছে

* মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস এবং রাজস্ব ঘাটতিতে স্থিতাবস্থা।
* জিএসটি যুগের সূচনা।
* নোট বাতিলের মাধ্যমে কালো অর্থনীতি দমন করে বিপুল কালোটাকা উদ্ধার।

যা এখনও বাকি

* চাকরি সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় আরও গতি আনতে হবে।
* বেসরকারি পুঁজির বিনিয়োগে বৃদ্ধি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : রাজনাথ সিংহ

গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য

ইসলামিক স্টেটের নিয়োগ পদ্ধতি বানচাল করে দেওয়া মন্ত্রকের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। আগে ভারত থেকে বহু মুসলমান যুবক আই এস জঙ্গি হবার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে চলে যেত। সম্প্রতি বেশ কিছু যুবক পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। আড়কাঠিদেরও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।



ডিজিটাল প্রকল্প উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

যেসব কাজ হয়েছে

* কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনীর ডিজি পর্যায়ের আধিকারিকদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা তহবিল গঠন।

* আমলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান।

যা এখনও বাকি

* স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন পুলিশ বাহিনীর শীর্ষ পদগুলিতে নিয়োগ।

* দেশে ক্রাইম অ্যান্ড ক্রিমিনাল ট্র্যাকিং নেটওয়ার্ক অ্যান্ড সিস্টেম তৈরি।



পাকিস্তান থেকে আসা উজমার সঙ্গে সুষমা স্বরাজ।

বিদেশ মন্ত্রক

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : সুষমা স্বরাজ

গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য

আগামী জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তেল আভিভ সফরে যাবেন। এই প্রথম ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বোঝাপড়া বাড়াবার জন্য ইজরায়েল যাচ্ছেন।

যেসব কাজ হয়েছে

* আন্তর্জাতিক ফোরামে ভারতের হয়ে জোরদার সওয়াল।

* বিদেশে বিপন্ন বহু ভারতীয়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ।

* আমজনতার মন্ত্রী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার ব্যাপারে সুষমা স্বরাজের সাফল্য।

এক নজরে

১। নাগরিকদের পাসপোর্ট ইস্যু করার ব্যাপারে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। প্রথমে রয়েছে চীন, দ্বিতীয় আমেরিকা।

২। বিদেশ মন্ত্রকের পরিষদীয় তহবিলের ৮৯ শতাংশ অর্থ এখন খরচ হয় ভারতের বন্ধুরাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করতে অথবা তাদের ঋণ দিতে।

৩। বিদেশমন্ত্রকের সরকারি টুইটার অ্যাকাউন্টে এখন ফলোয়ারের সংখ্যা ১২ কোটি। ফেসবুকে ২ কোটি।

ক্ষমতায় আসার পরেই নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, তিনি প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে চলতে চান। কিন্তু উরির সেনাছাউনিতে পাকিস্তানের বর্বরোচিত হামলার পর অবস্থান বদলাতে সময় নষ্ট করেননি। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গি শিবিরগুলিতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে জবাব দেয় ভারত। চীনের সঙ্গে ভারতের আচরণেও একইরকম ভারসাম্য দেখা গেছে। সম্পর্কের উন্নতির জন্য চীনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যেমন মোদী বৈঠক করেছেন তেমনই চীনের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড সম্মেলন বয়কট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন ভারতের সার্বভৌমত্বের দিকে আঙুল তুললে কাউকে রেয়াত করা হবে না। বিদেশমন্ত্রকের সাম্প্রতিক সাফল্য কুলভূষণ যাদবের বিরুদ্ধে ফাঁসির আন্তর্জাতিক জনমত গঠন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : অরুণ জেটলি

যেসব কাজ হয়েছে

* কৌশলগত অংশীদারিত্বের নীতি নির্ধারণ

* হাউইৎজার কামান এবং ফাইটার জেট কেনার চুক্তি।

যা এখনও বাকি

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পরিকাঠামোগত সংস্কার।

* বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থ খরচে দেরি।

এক নজরে

অস্ত্র আমদানির ক্ষেত্রে ভারত রয়েছে শীর্ষস্থানে। সারাবিশ্বে যত অস্ত্র আমদানি হয় তার ১৩ শতাংশই আসে ভারতে।

সড়ক পরিবহণ এবং জাহাজ নির্মাণ মন্ত্রক

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : নীতীন গড়করি

এক নজরে

১। সড়ক নির্মাণের জন্য ব্যয় বরাদ্দ :

২০১৩-১৪---৩১,০০০ কোটি টাকা।
২০১৬-১৭— ৫৮,০০০ কোটি টাকা।

২। দিন পিছু সড়ক নির্মাণ :
২০১৩-১৪— ১২ কিলোমিটার।
২০১৫-১৬— ১৭ কিলোমিটার।

যেসব কাজ হয়েছে

* প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ৩৭,৫৭৫ কিলোমিটার সড়ক তৈরি হয়েছে।

* দেশের প্রধান ১২টি বন্দর থেকে সংগৃহীত রাজস্ব থেকে প্রায় তিনগুণ লাভ হয়েছে।

যা এখনও বাকি

দেশের বন্দরগুলির যা ক্ষমতা তার অন্তত ২০ শতাংশ আধুনিকীকরণের অভাবে কাজে লাগানো যায়নি।

অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : অশোক গজপতি রাজু

যেসব কাজ হয়েছে

* ২০১৬-র জুনে জাতীয় বিমান পরিবহণ নীতি নির্ধারণ।

* আঞ্চলিক ক্ষেত্রগুলিকে বিমান পরিষেবার আওতায় আনা।

যা এখনও বাকি

* এয়ার ইন্ডিয়ার হস্তান্তর।
* ডিজিসিএ-র শূন্য পদ পূরণ।

খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রক

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : রাধামোহন সিংহ

এক নজরে

১। দুগ্ধ উৎপাদন
২০০৪-০৫—১০৩ টন
২০০৯-১০—১১৬ টন
২০১৬-১৭—১৫৬ টন

২। ব্যয় বরাদ্দ

সেচ
২০১০-২০১৪—৪৬৯১ কোটি।
২০১৪-২০১৭—৬,৯৪০ কোটি।

মৎস্যচাষ
২০১০-২০১৪—১,২৭৩ কোটি।
২০১৪-২০১৭—১,৯৬১ কোটি।

শস্যবীমা
২০১০-২০১৪—৮,৩৭৪ কোটি।
২০১৪-২০১৭—৩১,৮০৭ কোটি।

যেসব কাজ হয়েছে

* নতুন শস্যবীমা প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার ঘোষণা।

* শস্যবীমায় মোদী সরকারের ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ ৩১,৮০৭ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী ইউপিএ সরকারের থেকে ১১৬ শতাংশ বেশি।

যা এখনও বাকি

খরা বন্যা ইত্যাদি কারণে কৃষির উৎপাদন আশানুরূপ নয়। তাই ২০২২ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার ভাবনা ব্যহত হতে পারে।

পেট্রলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : ধর্মেন্দ্র প্রধান

গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য

১। কয়লা উৎপাদন (কোটি টন)।
ইউপিএ-২—৪৬২ এনডিএ— ৫৫৪

২। বিদ্যুৎ উৎপাদন (কোটি ইউনিট)
ইউপিএ-২---৯৬৭.২ এনডিএ---১১৫৯.৮

৩। বায়ুবিদ্যুৎ (মেগাওয়াট)
ইউপিএ— ২১০৪২ এনডিএ— ৩২,৩০৪

এছাড়া,

১। ২০১৪-১৬ এই সময়ে মোট ২ কোটি ২৭ লক্ষ এলইডি বাল্ব বিতরণ করা হয়েছে।

২। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবারে ২ কোটি এলপিজি সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

৩। গত দু'বছরে ১৩,৪৬৯ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

যেসব কাজ হয়েছে

* সরকারি কাজকর্মে কর্পোরেট সংস্থাগুলির খবরদারি হ্রাস।

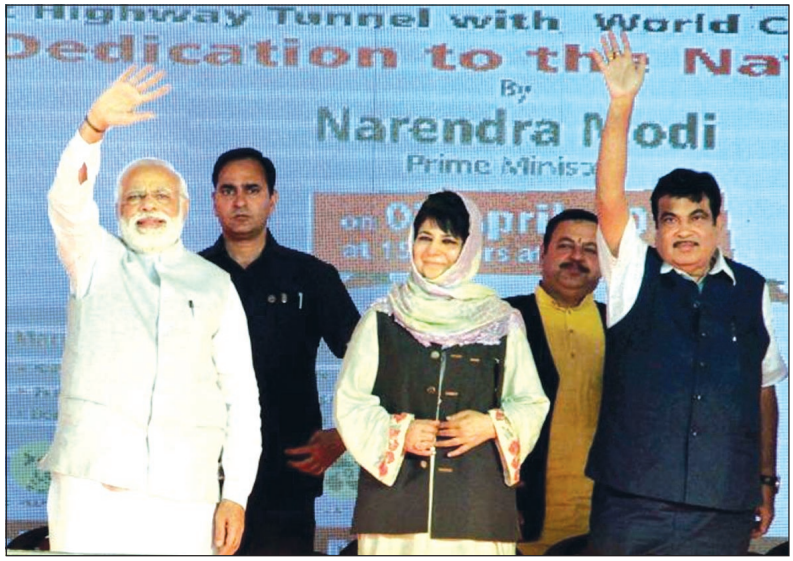

কাশ্মীরে দীর্ঘ ১৬ কিলোমিটার সুড়ঙ্গপথের উদ্বোধনে নরেন্দ্র মোদী।



উজ্জ্বলা প্রকল্পের উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।



অসমে ভূপেন হাজারিকা সেতুর উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

* এলপিজি এবং ডিজেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা।

যা এখনও বাকি

* ও এন জি সি-এইচ পি সি এল এবং আই ও সি এল-ও আই এল-এর প্রস্তাবিত একীকরণ এখনও হয়নি।

* পি এন জি আর বি এবং ডি জি এইচ-এর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা প্রয়োজন।

নগর উন্নয়ন এবং গৃহনির্মাণ মন্ত্রক

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : বেঙ্কাইয়া নাইডু

গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য

২০১৪-র পর দেশে ৪ কোটি শৌচালয় তৈরি হয়েছে এবং ১,৯৪,০০০ গ্রামের মানুষকে খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

যেসব কাজ হয়েছে

* দেশের ৬০টি শহরকে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা।

* অমরুত প্রকল্পের অধীনে ৫০০টি শহরের আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা।

যা এখনও হয়নি

* স্মার্ট সিটি প্রকল্প এখনও বেসরকারি পুঁজির ওপর নির্ভরশীল।

* প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বিলম্বিত রূপায়ণ।

আইন ও ন্যায় এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : রবিশঙ্কর প্রসাদ

এক নজরে

মোবাইল ব্যাঙ্কিং (গ্রাহক সংখ্যায়)

২০১৩-১৪—৯ কোটি ৪৭ লক্ষ

২০১৫-১৬—৩৮ কোটি ৯৫ লক্ষ

২০১৬-১৭—৭২ কোটি ২২ লক্ষ

ডিজিটাল লেনদেন (কোটি টাকায়)

২০১৩-১৪—৯৫৫৬

২০১৪-১৫—৯,৯৯০

২০১৫-১৬—১১,৩৫৪

২০১৬-১৭-১২,৩৩৩

যেসব কাজ হয়েছে

* ৭৮,০০০ কিলোমিটার ফাইবার অপটিক কেবল ডিজিটাল ইন্ডিয়ার রূপায়ণে পাতা হয়েছে।

* গ্রামীণ ক্ষেত্রে বিপিওগুলি চাকরি সৃষ্টি করতে শুরু করেছে।

* ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

যা এখনও হয়নি

* ই-এডুকেশনের মান এখনও আশানুরূপ নয়।

* স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ডিজিটাল পরিকাঠামো নির্মাণে আরও গতি দরকার।

সীমিত পরিসরে মোদী সরকারের অভাবনীয় সাফল্যের প্রতিটি দিক তুলে ধরা সম্ভব নয়। কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। শুধুমাত্র পর্যটন ক্ষেত্র থেকে সরকার ১৩ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে ২০১৬ সালে। যা ভারতের জিডিপির প্রায় ৯.৬ শতাংশ। তপশিলি জাতি ও জনজাতিদের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ ৩৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। সামাজিক ন্যায় মন্ত্রকের বার্ষিক বাজেটের প্রায় ৫৪ শতাংশ তপশিলি জাতি ও জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি হিসেবে ব্যয় করা হচ্ছে। মানেকা গান্ধীর নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক কিশোর অপরাধী আইন সংশোধন করে ১৬ বছরের কমবয়েসি বিরলতম অপরাধীদের আইনের ফাঁক দিয়ে পালাবার রাস্তা বন্ধ করেছে। এই প্রথম কোনো সরকারের আমলে উত্তরপূর্বের জন্য আলাদা মন্ত্রক সৃষ্টি করা হলো।

নরেন্দ্র মোদী ২০২২ কে তাঁর লক্ষ্যবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাঁর কিছু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে। সেইসব পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণ করে দেশকে মহত্তম উচ্চতায় প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর স্বপ্ন। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে জেতার পরেই তিনি বলেছিলেন, 'ভোটের লাভ-ক্ষতি আমি দেখি না। আমার লক্ষ্য ২০২২, ২০১৯ নয়। কারণ ২০২২ ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি।' ■

এই সময়

গুরু প্রণাম

আমেরিকায় থেকেও ভারতীয় থাকা যায়। মনে রাখা যায় ভারতের পরম্পরা। শিকাগোর

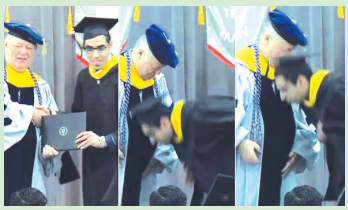

ইলিওনিস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ডিগ্রি নেবার পর ইনস্টিটিউটের ডিনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে সেই কথাটাই প্রমাণ করলেন গৌরব জাভেরি। এমন অভাবনীয় সম্মানে ডিনও অভিভূত।

রোবোকপ

২০৩০-র মধ্যে 'দুবাইয়ের রাস্তায় টহল দেওয়া পুলিশের ২৫ শতাংশই হবে রোবট।



নাম রোবোকপ। লম্বায় পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। ওজন ১০০ কেজি। অপরাধীর মন বুঝতে পারা এমনই এক রোবোকপের প্রদর্শনী হয়ে গেল সম্প্রতি দুবাইয়ে।

নিখোঁজ সুখোই

ভারতের দুটি সুখোই বিমান চীন সীমান্তের কাছে নিখোঁজ হয়ে গেছে। তেজপুর



বিমানঘাঁটি থেকে বিমানদুটি যাত্রা করেছিল। অনুমান, খারাপ আবহাওয়ার কারণে দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েছে বিমানদুটি।

সমাবেশ -সমাচার

নারদ জয়ন্তীতে উত্তরবঙ্গে ১৫৯ জন সাংবাদিক, সম্পাদক ও লেখক সম্মানিত

যাঁরা সবার খোঁজ রাখেন, খবর করেন তাঁদের খোঁজ কেউ রাখেন না। মিডিয়া হাউজের মন জুগিয়ে চলতে না পারলে চাকুরি খতম। মাঠে নেমে সত্য অন্বেষণ করতে গেলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠছে কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে। পরিণামে উত্তম-মধ্যম এমনকী হয়ে উঠেছে প্রাণ সংশয়ও। কেউ বললেন সাংবাদিকদের ক্যারাটে শিখতে হবে, আবার কেউ বললেন সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। উত্তরবঙ্গ জুড়ে পালিত নারদ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আলোচনা সভাগুলিতে বিভিন্ন সাংবাদিক বন্ধুদের আলোচনায় উঠে এল তাঁদের নিজের পেশাগত জীবন নিয়ে এরকমই নানা উদ্বেগ ও আশঙ্কার কথা।

গত ১২ মে মালদার টাউন হলে নারদ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অবদানের জন্য ১৩ জন বিশিষ্ট সাংবাদিককে বিশেষ সংবর্ধনা এবং আরো ২৫ জন সাংবাদিককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে নারদ জয়ন্তীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন সত্যনারায়ণ মজুমদার ও ড. তরুণকান্তি ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক



বাসব মুখার্জি। ওই দিনই সকালে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের হলে সংস্কার ভারতীর শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত এক নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয় নারদ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য। প্রথমেই উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ সাধন পাল নারদ জয়ন্তীর তাৎপর্য তুলে ধরেন। এর পরেই শুরু হয় ড. আঢ্যের তেজোদৃপ্ত ভাষণ। তিনি কালিয়াচক, ধুলাগড়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে মিডিয়াকে সত্য প্রকাশের জন্য আরো সাহসী হওয়ার আহ্বান জানান। উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্যে ৩৩ জনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্য ১৬ জনকে বিশেষ ভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিশেষ সংবর্ধনা প্রাপক এই ১৬ জনের মধ্যে দ্য স্টেসম্যানের মানসরঞ্জন ব্যানার্জী, ইকোনোমিক টাইমসের দেবাশিস সরকার ও দৈনিক জাগরণের অশোক ঝা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৪ মে সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে কোচবিহারের সাহিত্য সভা হলে আয়োজিত নারদ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে নারদ জয়ন্তীর তাৎপর্য ও সাংবাদিকতার বর্তমান হাল হকিকত তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ সাধন পাল। এই অনুষ্ঠানে ৪৪ জন সাংবাদিককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিশেষ ভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ইতিহাসবিদ ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল ও পিটিআই এর প্রবীণ সংবাদদাতা দেবাশিস ভৌমিককে। আলিপুরদুয়ারে টাউন ব্যবসায়ী সমিতির

এই সময়

কয়লার জন্য 'সেবা'

লক্ষ্য আরও বেশি গ্রাহকের কাছে পৌঁছনো এবং বাণিজ্যে আরও স্বচ্ছতা আনা। সেই



কারণে বিদ্যুৎমন্ত্রক সরল ইন্ধন বিতরণ অ্যাপ্লিকেশন সংক্ষেপে 'সেবা' নামের এক নতুন অ্যাপ বাজারে নিয়ে এল। এটি ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের একটি অঙ্গ।

সুখের শৈশব



একটি শিশুকে বড়ো করে তোলা সহজ কাজ নয়। শিশুদের মধ্যে যাতে অপরাধ মনস্কতা দেখা না দেয় তার জন্য নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। নাম, রেইজিং হ্যাপি চিলড্রেন অ্যান্ড প্রোভাইডিং সেফ চাইল্ডহুড। শিশুদের কাউন্সেলিং সংক্রান্ত দিকনির্দেশ রয়েছে পুস্তিকাটিতে।

প্রতিরক্ষায় দেশি প্রযুক্তি

যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র কেনার ব্যাপারে ভারত এখনও অনেকাংশে বিদেশি প্রযুক্তি নির্ভর। সেই নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে চায় মোদী সরকার। সম্প্রতি



বায়ুসেনা এবং সিআইআই আয়োজিত একটি সেমিনারে একথা বলেন প্রতিরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ড. সুভাষ ভামরে।

সমাবেশ -সমাচার

প্রেক্ষাগৃহে নারদ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান শুরু হয় ১৪ মে বিকেল তিনটেয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সাংবাদিক সুধীররঞ্জন ঘোষ। সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ সাধন পাল উপস্থিত থেকে বর্তমান সময়ে নারদ জয়ন্তীর পালনের প্রয়োজনীয়তা বিষদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন। প্রবীণ লেখক সম্পাদক রমেন দে জাতীয়তা ও সাংবাদিকতা শীর্ষক মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। প্রবীণ সাংবাদিক সুধীররঞ্জন ঘোষ ও রমেন দে-কে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করা হয়। সাংবাদিকতা ও সোশ্যাল মিডিয়ার বিশেষ অবদানের জন্য ১৪ জনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ১৪ জনের মধ্যে একজন লিটল ম্যাগের সম্পাদকও ছিলেন। রায়গঞ্জ শহরের বিবিডি রোড সংলগ্ন 'স্বপ্ননীড়' ভবনে গত ১৫ মে নারদ জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। এখানে নারদ জয়ন্তীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সহ কার্যবাহ তরুণ কুমার পণ্ডিত। এই অনুষ্ঠানেও ১৪ জন সাংবাদিককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এবছর উত্তরবঙ্গের পাঁচটি স্থানে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত নারদ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মোট ১৫৯ সাংবাদিক সম্পাদক ও লেখককে সম্মানিত করা হয়। উত্তরবঙ্গের মিডিয়া জগতে নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

দুর্গাপুরে সেবা ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন

দুর্গাপুর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা বিভাগ ডাক্তারজীর জন্মশতবর্ষে প্রথম সেবাকাজ শুরু করে হেতেডোবা গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে। তারপর ধীরে



ধীরে সেবা প্রকল্প বিভিন্ন গ্রামে ও শহরের বস্তিতে শুরু হয়। বর্তমানে ২৮টি প্রকল্প চলছে। এর ফলে প্রায় ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী ও তার পরিবার এবং সেবার সঙ্গে সম্পর্কিত বহু কার্যকর্তা নিয়ে এক বিশাল কার্যক্ষেত্র নির্মাণ হয়েছে। স্থানীয় কার্যকর্তাদের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা একটি কেন্দ্রীয় সেবা ভবন নির্মাণ করে কিছু প্রকল্প সেখানে স্থানান্তরিত করা। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেই কেন্দ্র নির্মাণ এবং তার উদ্বোধন গত ২৮ এপ্রিল শুভ অক্ষয় তৃতীয়াতে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত এবং রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা গুরুশরণজীর উপস্থিতে হয়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী জীবাত্মানন্দ মহারাজ দ্বারোদ্ঘাটন করেন। প্রায় ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী গ্রাম পরিক্রমা করে শঙ্খধ্বনি ও ঢাকের বাদ্য-সহ যেখানে সেবা যুক্ত গ্রাম থেকে মাটির কলসে গ্রামের পুণ্যবারি নিয়ে পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করে। বনবাসী অঞ্চলের সেবা কেন্দ্রের ভাই-বোনেরা সাঁওতালি গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে বহু শুভাকাঙ্ক্ষী গ্রাম ও শহর থেকে উপস্থিত ছিলেন। ■

তিন বছর আগের থেকে আমরা এখন অনেক 'আচ্ছে দিন' উপভোগ করছি

অতিথি কলম



স্বপন দাশগুপ্ত

একটি চালু সরকারের ৫ বছরের মেয়াদের মধ্যে তিন বছরের পর তার মূল্যায়ন করা অযৌক্তিক কিছু নয়। এর থেকে একটা পরিষ্কার সুযোগ পাওয়া যায় যে সরকার কতটুকু কী করতে পারল আর বাকি ১৮ মাসে কতটাই বা কী করতে পারবে। ১৮ মাস এই কারণে যে নির্বাচনের আগের ৬ মাস তো প্রচারের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি সবসময়ই হাতে রাখে। তাই এই মূল্যায়ন একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন হলেও চূড়ান্ত মূল্যায়ন থেকে যে এতে বড় ধরনের হেরফের হয়ে যাবে এমনটা ভাবা ঠিক নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই মূল্যায়ন করবে কে? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচক মণ্ডলীই হচ্ছে চূড়ান্ত বিচারক যারা রায় দিতে পারে কোনো সরকার প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজকর্ম করতে পেরেছে নাকি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ইংল্যান্ডে মধ্যবর্তী সময়ের কোনো জনমত সমীক্ষায় একটি সহজ প্রশ্ন উত্তরদাতাদের করা হয়, 'আচ্ছা আজকে কি আপনি তিন বছর আগে যেমন ছিলেন তার থেকে ভাল আছেন বা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন?' সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ধারণা-নির্ভর এর উত্তর সমূহ থেকে একটা ইঙ্গিত কিন্তু পাওয়া যায় যে আগামী ২ বছর পরে ভোট দানের গতিপ্রকৃতি কোন দিকে যেতে পারে। অবশ্যই মাঝপথে যদি কোনো নাটকীয় ঘটনা বা পরিস্থিতির না উদ্ভব হয়।



এক কোটির বেশি নাগরিক স্বেচ্ছায় তাদের গ্যাস সংক্রান্ত ভরতুকি সরকারের কাছে বরাবরের মতো ফেরত দিয়েছেন। মানুষের মনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের ওপর একটি অন্তর্নিহিত বিশ্বাস ন্যস্ত হয়েছে বলে মনে হয়। তাঁরা যেন মোদীর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সহবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন যে ভারতের জন্য আরও ভাল কিছু অপেক্ষা করছে।

ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র জাগতিক অবস্থার উন্নতির নিরিখে ভোটদাতারা কখনই তাঁদের ভোটদানের পছন্দ-অপছন্দ নির্ধারণ করেন না। নির্বাচনী ফলাফল নির্ধারণে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় সম্প্রদায়গত সংহতি, নির্বাচনী সমঝোতা বা দলগুলির মধ্যে জোট এবং সর্বোপরি প্রার্থীর ব্যক্তিত্বের ওজন একটা নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছে। এই বিষয়গুলির মধ্যে কোনটি ভোটদাতার মানসভূমির শীর্ষে অবস্থান করছে অর্থাৎ কোনটিকে তাঁরা সর্বাধিক গুরুত্বে বিচার করছেন তা অনেক সময়ই নির্ধারিত হয় নির্বাচনী প্রচার এগিয়ে চলার সঙ্গে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনটিকে নরেন্দ্র মোদী অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে একটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এই পদ্ধতিতে যারা চিরাচরিতভাবে বিজেপি'র বিরোধী ভোটার তাদেরও তিনি নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছিলেন।

তবু এটা ভাবা ঠিক নয় যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ধাঁচে নির্বাচন পরিচালিত হলেই যিনি সবচেয়ে ভাল বক্তৃতা দিতে পারলেন বা যাঁর ঝুলিতে সবচেয়ে মনোমোহিনী স্লোগান আছে— সেগুলিকে মূল্যায়ন করেই তিনি অনায়াসে জিতে যেতে পারবেন। সাধারণ ধারণা অনুযায়ী এমনটা হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। শুধুমাত্র একেবারে তরুণ আনকোরা ভোটাররা যাদের নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের কোনো অতীত ধারণা নেই বা যারা একেবারেই নতুন কিছু শুনতে চায় একই সঙ্গে যাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বেশি তারা ছাড়া নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটদানের পছন্দ নির্ণীত হয় এক জটিল অনির্ণেয় পন্থায় যা একই সঙ্গে নিজস্ব বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যোগফল।

ভারতে সুশাসন জারি থাকলেই যে পুনর্নির্বাচন সুনিশ্চিত হবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। একথা চরম কুশাসন চালানো লালুপ্রসাদ বারবার বিহারে নির্বাচিত হয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। খামখেয়ালিপনার এই বিচিত্র নির্বাচনী মানদণ্ডের পটভূমিতে নরেন্দ্র মোদী তাঁর ৫ বছর মেয়াদের তিনটি বছর পূর্ণ করলেন এক চূড়ান্ত শিখরে অবস্থান করে। মানুষের আন্তরিক ভালবাসায় আপ্লুত তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এখনও অটুট ও তুঙ্গ তাঁর সরকার সুসংহত। অতীতের জোট সরকারগুলিতে যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সদাই নজরে পড়ত সেসব এখন নেই। মন্ত্রীমণ্ডলী একটি নির্দিষ্ট অভিমুখ নিয়ে কাজ করে চলেছেন এবং একটি দায়বদ্ধ প্রশাসন কর্মরত। বড় ধরনের দুর্নীতির কোনো চিহ্ন নেই। কায়েমি স্বার্থের পুঁজিবাদী শিল্পপতিদের নিজস্ব চক্র ক্ষমতাহীন আর অতীতের তথাকথিত সরকার আর এস এস জনিত টানাপোড়েন যা বাজপেয়ী সরকারকে প্রায়শ অস্বস্তিতে ফেলে দিত, মোদী জমানায় তারও কোনো অস্তিত্ব নেই। সবচেয়ে বড় কথা, মোদী সরকার নিশ্চিতভাবেই এক ধরনের অদম্য কর্মস্পৃহা দেখাতে পেরেছে।

সত্যি বলতে কী এমন কতগুলি ক্ষেত্র রয়েছে যেমন রাস্তাঘাট তৈরি, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ, নিম্ন আয়ের লোকের মধ্যে ব্যাপক হারে রান্নার গ্যাস বিতরণের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানে গুণগত পরিবর্তন এসে গিয়েছে। নিকট অতীত ইতিহাসে রেলওয়ে স্টেশনগুলির মধ্যে এখনকার মতো পরিচ্ছন্নতা মোটেই নজরে পড়েনি। মোটামুটি বাড়তি ১০ লক্ষ লোক ব্যক্তিগত আয়কর দিচ্ছেন। এর ফলে এতদিন যারা কর জমা করে সৎভাবে জীবন যাপন করে আসছিলেন তাঁদের ভারও একটু লঘু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক বলও বাড়বে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকায় তা কখনই আর তেমন করে নির্বাচনী ইস্যু হয়ে উঠতে পারছে না। হয়তো আমরা একটি কল্যাণময় রাষ্ট্রের রূপরেখা দৃশ্যমান হওয়ার সম্ভাবনা দেখছি যেখানে দুর্নীতি পেছন থেকে টেনে ধরছে না। সরকারের কাছ থেকে দিনদিন আরও অনেক বেশি মানুষ উপকার পাচ্ছেন। তাদের প্রাপ্য 'আসা যাওয়ার পথের ধারে' পড়ে থাকছে না। তবে একটা কথা বলা দরকার, রেকর্ড পরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগ সত্ত্বেও ছেলে-মেয়েদের চাকরি নিয়ে দুর্ভাবনা রয়েই গেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতও এক অনিশ্চিত উৎপাদন পরবর্তী যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করছে। প্রতিশ্রুত Smart Cities এখনও হয়তো খসড়ার স্তরেই রয়েছে। মফস্‌সলগুলির উন্নয়নের ক্ষেত্রেও কিছুটা ডামাডোল দেখা যাচ্ছে। এখনও কাঙ্ক্ষিত সীমার চেয়ে অনেক বেশি মানুষজনই কৃষিকাজে লিপ্ত। অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে হলেও এটা দেখা যাচ্ছে যে আমলারা তাদের বরাবরের এলোমেলো কাজের পদ্ধতিকে অনেকটা সংহত করে নিলেও বরাবরের ভারতীয় পুঁজিপতিদের একটা বড় অংশই আইনসিদ্ধ প্রতিযোগিতার পরিমণ্ডলে কাজ করার ক্ষেত্রে মোটেই স্বচ্ছন্দ নয়। তারা সেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত (Crony Capitalism) থাকার অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সরকারি স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কম জটিলতা ও আগের থেকে অনেক বেশি স্বচ্ছতা এলেও প্রক্রিয়াটি এখনও ধীরগতির।

এই সমস্যাগুলি অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং কিন্তু মানুষের মধ্যে আশা বেগবান। একটা চাপা ভয় ছিল ২০১৪ সালের প্রতিশ্রুতি 'আচ্ছে দিন' না আনতে পারলে তার পরিণতিতে জনতার প্রত্যাঘাত আসতে পারে তা কিন্তু ঘটেনি। বরং বিমুদ্রীকরণের সময় দেখা গেছে— দেশের সাধারণ মানুষ তার ব্যক্তিগত অসুবিধাকে নিজের মতো করেই মোকাবিলা করেছে। প্রায় গান্ধীজীর স্টাইলের এক তিতিক্ষা তাদের আচরণে প্রদর্শিত হয়েছে। এক কোটির বেশি নাগরিক স্বেচ্ছায় তাদের গ্যাস সংক্রান্ত ভরতুকি সরকারের কাছে বরাবরের মতো ফেরত দিয়েছেন। মানুষের মনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের ওপর একটি অন্তর্নিহিত বিশ্বাস ন্যস্ত হয়েছে বলে মনে হয়। তাঁরা যেন মোদীর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সহবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন যে ভারতের জন্য আরও ভাল কিছু অপেক্ষা করছে। দীর্ঘদিন ধরে জনতার সঙ্গে তাঁর সরাসরি 'মন কি বাত' মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাগুলির সঙ্গে অবহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে যেন একটি বাজার চলতি রাজনীতির ঊর্ধ্বে অতিজাগতিক ভাবমূর্তির অধিকারী করে তুলেছে। যার ফলে চিরকালীন বাজার চলতি বুদ্ধিজীবীদের গালিগালাজ তাঁকে আর স্পর্শ করে না। এই বুদ্ধিজীবীরাই হয়তো নিজেদেরকে বিজাতীয় প্রাণী হিসেবে গণ্য করছেন।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

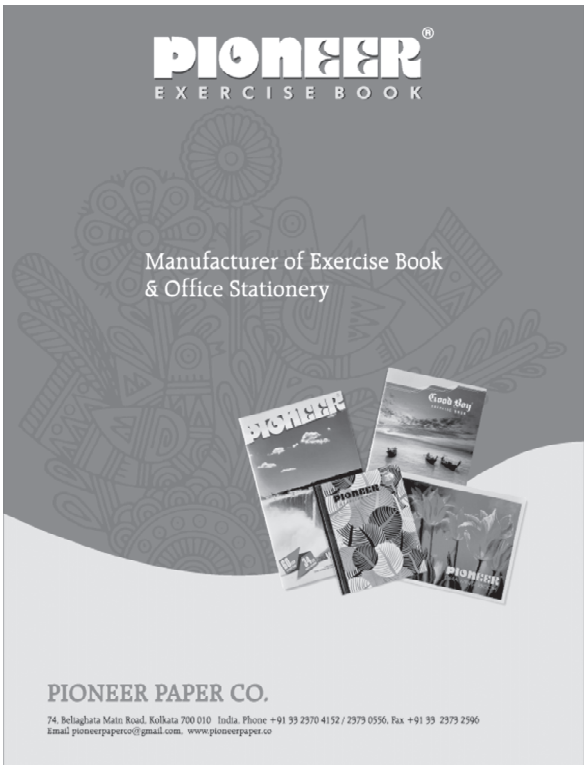

চিঠিপত্র

জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডকে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা

২০১৬ মেডিক্যাল জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। তাই জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১৬ সালে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মেডিক্যালে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সেই দুর্নীতির নেপথ্যে আল আমিন মিশন রয়েছে বলে অভিযোগ তুলে দুটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রে ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ বোর্ডকে নির্দেশ দিয়েছে, জরিমানার অর্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে জমা দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সেই অর্থ খরচ করবে দুঃস্থ পড়ুয়াদের জন্য। এছাড়া আল আমিন মিশনকে দেওয়া মিনিস্ট্রি অফ মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্সের অনুদানের অর্থ কীভাবে খরচ হচ্ছে, তা টাকা দেওয়ার আগে বা পরে নজরদারি চালানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সূত্রের খবর, এদিন মামলার শুনানির সময় আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, ২০১৬ সালে আল আমিন মিশনের ৬টি কোচিং সেন্টারের ৬০০-র বেশি পরীক্ষার্থী জয়েন্ট দিয়েছিল। প্রায় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীই মেডিক্যালে সুযোগ পেয়েছে। এটা সফটওয়ারের কারসাজি আর নিছক দুর্নীতি ছাড়া কিছুই নয়। এই ইস্যুতে একাধিকবার তোপের মুখে পড়েছে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করল কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের চরম দুর্নীতি আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ফলে দু নম্বরি করে আল আমিন মিশনের যে জেহাদি ছাত্ররা ড্যাং ড্যাং করে ডাক্তারি পড়ছে, তাদের আবার পরীক্ষা না করে কলকাতা হাইকোর্ট খুব সুবিচার করলেন কি? আর এই দুর্নীতির শিকার অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা বা মামলায় আবেদনকারীরাই বা কি সুবিচার পেলেন? রাজ্য বিজেপির কাছে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি : যে ৬-৭টি কেন্দ্রে আল আমিন মিশনের পরীক্ষার্থীদের জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিক্যাল পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল তা বাতিল করার দাবি তুলুন, নতুন করে পরীক্ষা দিয়ে তারা যোগ্যতা প্রমাণ করুন। আর মামলাকারী ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীর খাতা পুনর্মূল্যায়ন নিরিখে তাদেরও মেডিক্যাল পড়ার ব্যবস্থার দাবি করুন।

ইতিমধ্যে এক বছর পঠন-পাঠন হয়ে গিয়েছে, অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতি হবে, সুতরাং জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিক্যাল ২০১৬ বাতিল করা যাবে না, কলকাতা হাইকোর্টের এই যুক্তি স্বাভাবিক সুবিচারের পরিপন্থী বলে মনে করি। সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন বলে খবরে প্রকাশ।

—উপেন্দ্র ভারতী,
কলকাতা।

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা

মেডিক্যালে ভর্তির জন্য বিভিন্ন রাজ্য এতদিন আলাদা আলাদা জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ব্যবস্থা করত। কিন্তু ভর্তিতে টাকা লেনদেন-সহ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, সারাদেশে ডাক্তারির একটাই প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ কয়েকটি রাজ্যের আবেদন-নিবেদনে গত বছর (২০১৬ সাল) অবশ্য ডাক্তারির আলাদা ভর্তি-পরীক্ষা নেওয়ার বন্দোবস্ত বহাল রাখে সর্বোচ্চ আদালত। তবে ডাক্তারি পড়ার জন্য সর্বভারতীয় অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা এ বছরেই (২০১৭ সাল) প্রথম নেওয়া হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত আটকাতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তৃণমূল সরকার। তাদের এই সিদ্ধান্তে রাজ্যের বেশ কিছু ভালো ছেলেমেয়ের ভালো ইঞ্জিনিয়ার হবার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ডাক্তারি পরীক্ষার ক্ষেত্রে যদি ছেলেমেয়েরা সফল হতে পারে, তবে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা সফল হতে পারবে না কেন? তৃণমূল সরকার তাদের স্বল্পবুদ্ধি নিয়ে পাঠ্যক্রমের দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক খেলায় মেতে ভালো ছেলেমেয়েদের ভাগ্য নষ্ট করে দিচ্ছে। তাদের বুঝতে হবে যে, পড়ুয়াদের ভাগ্য নষ্ট করে দেবার অধিকার তাদের নেই। তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের মাশুল বাংলার ছেলেমেয়েরা তাদের ভাগ্যের বিনিময়ে দেবে কেন? ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রেও নানা টালবাহানায় বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে বহু ছেলেমেয়ের ভাগ্য নষ্ট করা হয়েছে, যার মাশুল তৃণমূল সরকারের আমলেও দিতে হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রেও তেমনটাই হবার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। পরে হয়তো ফেলা থুতুই পুনরায় চাটতে হবে, কিন্তু ততদিনে বহু ছেলেমেয়ের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে যাবে।

—অমিত ঘোষ দস্তিদার,
সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

বাংলাদেশে ভারতীয় জালনোট তৈরি

আপনার পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে ছাপা হচ্ছে ভারতীয় জালনোট সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়েছে। প্রশ্ন কেন

এমন হয়? এর উত্তর অনেকেরই অজানা। কারণ অনেকেই শাস্ত্র পড়েন না তাই জানেন না। Dictionary of Islam by T. P. Hughes-এর পৃ. ৬৯ ও ৭০ এর উত্তর আছে। ৬৯ পৃষ্ঠায় আছে DARULHARB (...)* "The land of warfare" According to the Dictionary Ghiyasu 'l-Lughat, Darul-harb is "a country belonging to infidels which has not been subdued by Islam." According to the Qamus it is a country in which peace has not been proclaimed between Muslims and Unbelivers." ইসলামের অভিধান অনুযায়ী ভারতবর্ষ হলো (মুসলমানদের কাছে) যুদ্ধক্ষেত্র বা যুদ্ধের দেশ যে দেশটিকে ইসলাম কর্তৃক জয় করা হয়নি। সুতরাং যেহেতু ভারতবর্ষ দারুল ইসলাম, সে কারণে সবদিক থেকে চলছে এবং চলবে 'বিশ্বাসীদের' অন্তর্ঘাত। জালনোট ভারতের আর্থিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার একটি প্রতিক্রিয়া। ভারত দুর্বল ও ধ্বংস হলে ভারতবর্ষকে দারুল ইসলামে পরিণত করা সম্ভব হবে। তাই জালনোট তৈরি, মাদক রপ্তানি, তাই জঙ্গি হামলা খাগড়াগড়ে। আমরা এ কাজকে প্রতিহত করতে যখনই ব্যর্থ হব তখনই ভারত পরিবর্তিত হবে একটি মুসলিম রাষ্ট্রে বা দারুল ইসলামে।

*(...) এই বন্ধনীর মধ্যে আরবি লেখা যা লিখতে লেখক অক্ষম।

—ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার,
দমদমপার্ক, কলকাতা-৫৫।

বিজেপি বিদ্বেষ

ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি অন্য রাজনৈতিক দলগুলির এত হিংসা, বদনাম করা কেন, তা আমার বোধগম্য হয় না। কথায় আছে, শক্তের ভক্ত, যার শক্তি আছে তাকে সমীহ করে চলে। কিন্তু একদম উল্টা পুরাণ। ভারতবর্ষের ছোট বড় যত দল আছে তারা একসঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির কুৎসা, বদনাম করছে। তার একমাত্র কারণ ভা.জ.পা শক্তিশালী হচ্ছে। তাই তাদের গাত্রদাহ। বিজেপি স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের বিরোধীদল রূপে আত্মপ্রকাশ করে ভারতীয় জনসঙ্ঘ নামে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৫১ সালে জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। যা ৮০ দশকে যা ভারতীয় জনতা পার্টি নতুন নামে পরিচিত হয়। তার ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে। ভারতীয় জনসঙ্ঘের সময় প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ড. মুখোপাধ্যায়, পরে সর্বভারতীয় সভাপতি ক্রমশ হন, আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষ, তাঁর পরিচয় তিনি একজন বিশিষ্ট গাণিতজ্ঞ, শিক্ষাবিদ। তারপর ভাই মহাবীর, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, বলরাজ মাধোক, অটলবিহারী বাজপেয়ী, ড. মুরলী মনোহর যোশী, লালকৃষ্ণ আদবানী ও বর্তমানে অমিত শাহর মতো সর্বমান্য ব্যক্তিবর্গ বিজেপির কাণ্ডারি। এঁদের সুপরিচালনায় বিজেপি আজ ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দল রূপে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এই জন্য কি তাদের এত বিদ্বেষ, এত কুৎসা, এত অপপ্রচার।

অন্যদিকে সব থেকে প্রাচীন দল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। আজ বহুধা বিভক্ত। একজন নেতা নেত্রী নিয়ে এক একটি লেজুড় কংগ্রেস তৈরি হয়েছে। যেমন বাংলা কংগ্রেস, এইভাবে প্রায় প্রতি রাজ্যে কংগ্রেস ভেঙে এক একটি লেজুড় কংগ্রেস পার্টি নির্মাণ হয়েছে। যার শেষ সংস্করণ তৃণমূল কংগ্রেস নামক একটি আঞ্চলিক দল। ভারতের কমিউনিস্ট ও সমাজবাদী দলগুলির আবার শত শত ভাগে বিভক্ত, এরা সবাই চায় সমাজকো 'বদল ডালো', কিন্তু নিজেরাই বদলে যাচ্ছে বছরে বছরে। ভারতীয় জনতা পার্টি দীর্ঘ ছেষষ্টি বছর ধরে বিভক্ত না হয়ে, ভারতের দিকদিগন্তে বিস্তার লাভ করছে। এই জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির এত বিদ্বেষ।

—লক্ষ্মণ বিষ্ণু,
সিউড়ী, বীরভূম।

তপশিলি জাতির প্রতি অত্যাচার

আমি শ্রীমতী লতিকা নস্কর, স্বামী— অরুণ নস্কর, গ্রাম— সুন্দরীখালি, পোস্ট— আগারহাটি, থানা— সন্দেশখালি, জেলা— উত্তর চব্বিশ পরগনা। একজন কাওরা সাবকাস্টের তপশিলি জাতির ভারতীয় নাগরিক।

গত ২৯ এপ্রিল ২০১৭, শনিবার, সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬-৩০ মিনিটের কাছাকাছি সময়ে আমি রাজবাড়ি আউট পোস্টের কাছের রাস্তা দিয়ে রাজবাড়ি বাজারের দিকে যাচ্ছিলাম। সেই সময় একটি কাপড়ের দোকানের সামনে ১. জিয়াউদ্দিন মোল্লা (পিতা— আহম্মদ আলি মোল্লা, গ্রাম— লাউখালি)। ২. হাসিবুর মোল্লা (পিতা— নিজাম মোল্লা, গ্রাম— লাউখালি)। ৩. মতিউর মোল্লা, (পিতা— সেলিম মোল্লা, গ্রাম— লাউখালি) ও কয়েকজন অপরিচিত লোক 'তোরা কাওরার জাত, ছোট লোকের বাচ্চা, তোরা এখানে কীভাবে বেঁচে থাকিস দেখে নেব' বলে গালিগালাজ করছিল। আমি প্রতিবাদ করলে তারা আমার দিকে তেড়ে আসে এবং আমার প্রতি শারীরিক ও অশালীন যৌন ইঙ্গিত করে খিস্তি খেউড় করতে থাকে। আমি প্রতিবাদ করে চপ্পল দেখাই। সেই সময় ১নং ব্যক্তি আমাকে ধাক্কা মারে এবং অশালীন ভাবে আমাকে আঘাত করতে থাকে। আমি অপমানিত হয়ে ১নং ব্যক্তিকে চপ্পল দিয়ে বাড়ি মেরে ফেলি, তখন ২নং ব্যক্তি আমার শাড়ির আঁচল ধরে টানে। ওই সময়ে ৩নং ব্যক্তি আমার ব্লাউজ টান মেরে ছিড়ে দেয়।

এর পর ওরা সাত-আট জন আমাকে রাস্তায় ফেলে আমার মাথায় বুকে পিঠে কিল-চড়-ঘুঁষি- লাথি মারতে থাকে এবং বলতে থাকে 'তোকে এখানেই রেপ করে মেরে ফেলবো' আমার সোনার হারটিও ছিঁড়ে নেয়। মার খেয়ে আমি অচৈতন্য হয়ে পড়ি। এরপর আমার বাড়ির লোকজন আমাকে বসিরহাট বদরতলা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। আমি ৩ মে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছি।

যাহাতে আমি সুবিচার পাই এবং আক্রমণকারীগণ আইনানুগ কঠোর শাস্তি পায়, তার জন্য স্বস্তিকা পত্রিকার মাধ্যমে পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—লতিকা নস্কর,
সন্দেশখালি, উত্তর ২৪ পরগনা।



ভারতবর্ষের মুক্তির স্বপ্নদাতা শিবাজী মহারাজ

প্রদীপ ঘোষ

আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পূর্বে (৬ জুন, ১৬৭৪) ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক হয়। এই দিন তিনি স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্যের অধীশ্বর রূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর এই কীর্তি কোনো ব্যক্তিবিশেষের কীর্তি নয়। এটি ছিল সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের জয়ের দ্যোতক। শিবাজীর হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন একটি প্রতীক— হিন্দু শক্তির নব জাগরণের প্রতীক। মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো দেদীপ্যমান মুঘল সাম্রাজ্যকে পরাস্ত করে হিন্দুদের প্রথম স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণ করেছিলেন শিবাজী। সেজন্যই দিনটিকে হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব রূপে পালন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় লিখেছেন, 'কোন দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে নাহি জানি আজি/ মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসে, হে রাজা শিবাজী/ তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ এসেছিল নামি/ এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।' বস্তিবিকই শিবাজী সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি তাঁর ক্ষুদ্র রাজ্যটিকেই হিন্দু পদ পাদশাহী রূপে ঘোষণা করেছিলেন এবং কাশীর পণ্ডিত গাগাভট্ট ভারতের সমস্ত নদ-নদীর জল মাথায় ঢেলে রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করেন। তিনি ছত্রপতি ও গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক উপাধি নেন।

শিবাজীর জীবনী রূপকথার নায়কের মতোই অবিশ্বাস্য ও ঘটনাবহুল। বিজাপুর সুলতানের একজন সামান্য জায়গীরদার ছিলেন তাঁর পিতা শাহজী। শৈশব থেকেই পিতৃসঙ্গ বর্জিত হয়ে মাতা জীজাবাঈ ও শিক্ষাগুরু দাদাজী কোণ্ডদেবের তত্ত্বাবধানে তিনি বড় হয়ে ওঠেন। মায়ের কাছ থেকে রামায়ণ মহাভারতের বীরদের জীবনী শুনে এবং পরাধীন দেশের দুরবস্থার কথা জেনে বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে দেশপ্রেমের স্ফুরণ হয় এবং দেশকে স্বাধীন করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। তিনি তাঁর বাল্য সঙ্গীদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করেন এবং মাতা ভবানীদেবীর মন্দিরে আঙুল কেটে রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে দেশকে যবন শাসনের হাত থেকে মুক্ত করবেন। মাত্র সতোরো বছর বয়সে তিনি তোরণা দুর্গ দখল করেন। এর পর সারা জীবন তিনি অনেক দুর্গ দখল করেন। একাদিকে প্রবল পরাক্রান্ত বিজাপুর সাম্রাজ্য ও অন্যদিকে আর এক পরাক্রান্ত শক্তি মোগল সাম্রাজ্য— এই দুইয়ের বিরুদ্ধে শিবাজী যুদ্ধ করেন এবং প্রয়োজন মতো সন্ধি স্থাপনের দ্বারা সুকৌশলে সময় বাঁচিয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতি করেন। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করতে তাঁর মাতুল শায়েস্তা খাঁকে পাঠিয়েছিলেন। পুণায় থাকাকালীন শায়েস্তা খাঁর বাহিনীকে শিবাজী আক্রমণ করেন এবং শায়েস্তা খাঁ আহত অবস্থায় কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচে ও তার সৈন্যরা পর্যুদস্ত হয়। বিজাপুরের সুলতান তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি আফজল খাঁকে পাঠিয়েছিলেন শিবাজীকে ধরে আনার জন্য। শিবাজী তখন পুণার কাছেই প্রতাপগড় দুর্গে ছিলেন। আফজল আলোচনার ছলে শিবাজীকে কাছে ডেকে আনে এবং আলিঙ্গনের ছলে তাঁকে ছুরিকাঘাত করে। পরিচ্ছদের নীচে বর্ম থাকায় শিবাজী বেঁচে যান এবং সঙ্গে থাকা বাঘনখ ও ছুরিকা দিয়ে আফজল খাঁকে মারাত্মক আহত করেন। তাঁর সঙ্গীরা আফজল খাঁর মুণ্ড কেটে নিয়ে প্রতাপগড় দুর্গে ফিরে যান। আফজল খাঁর সৈন্যরা ভয়ে পলায়ন করে এবং তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র শিবাজীর সৈন্যরা হস্তগত করে। প্রতাপগড় দুর্গে যেখানে আফজল খাঁর মুণ্ডুটি প্রোথিত করে রাখা হয় সেই স্থানটিকে 'আফজল বুরুজ' বলা হয়।

মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁর হিন্দু সেনাপতি জয়সিংহের সাহায্যে শিবাজীকে কৌশলে আগ্রায় নিয়ে আসেন আলোচনার জন্য। কিন্তু কথার খেলাপ করে শিবাজীকে আগ্রায় বন্দি করে রাখলেন। কিন্তু শিবাজী ধূর্ত ঔরঙ্গজেবকে বোকা বানিয়ে ছদ্মবেশে পালিয়ে যান এবং তীর্থযাত্রীর বেশে বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে

অবশেষে নিজ রাজধানী রায়গড়ে পৌঁছন। শিবাজীর পলায়নে ঔরঙ্গজেবের মনে আমরণ আফশোস হয়েছিল। তিনি ৯১ বৎসর বয়সে মৃত্যুর সময়ে নিজ উইলে লিখেছেন— ''শাসনের প্রধান স্তম্ভ রাজ্যে যাহা ঘটে তাহার খবর রাখা। এক মুহূর্তের অবহেলা দীর্ঘকাল লজ্জার কারণ হয়। এই দেখ, হতভাগা শিবাজী আমার কর্মচারীদের অসাবধানতায় পলাইয়া গেল, আর তাহার জন্য আমাকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই সব কষ্টকর যুদ্ধে লাগিয়া থাকিতে হইল।''

ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের মতো শিবাজীও তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতেন। তার ফলে তারাও রাজার জন্য জীবন দিয়ে লড়ত। এছাড়া তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তাঁর কিশোর বয়সের সুহৃৎ এবং তাঁর মতোই দেশপ্রেমিক ও দক্ষ যোদ্ধা। তাঁর বাল্যবন্ধু তানাজী মালসুরে শিবাজীর নির্দেশে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে কোণ্ডানা দুর্গ অভিযান করে তা দখল করেন। কিন্তু এই অভিযানে তিনি নিহত হন। শিবাজী তাঁর পরিবারকে আজীবন ভরণপোষণ দেন। ওই দুর্গের নাম তিনি দেন সিংহগড়। অত্যন্ত খেদের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন— 'সিংহগড়ের সিংহ চলে গেছে, পড়ে আছে শুধু গড়'। শিবাজীই প্রথম গেরিলা যুদ্ধের প্রবর্তন করেন। বৃহৎ শক্তিধর শত্রুকে সামনাসামনি আক্রমণ না করে তার দুর্বল স্থানে আঘাত করাই হলো গেরিলা যুদ্ধ। শিবাজী এই পদ্ধতির সাহায্যে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে অনেক যুদ্ধ জয় করেন। ক্ষোভে দুঃখে ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে 'পাহাড়ি চুহা' (ইঁদুর) বলে উল্লেখ করতেন।

কেবল যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা নয়, কূটনীতিতেও শিবাজী যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত রাজপুত বীর মীর্জা রাজা জয়সিংহ যখন ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি রূপে শিবাজীকে দমন করবার জন্য আসেন তখন শিবাজী তাঁকে একটি পত্র দিয়েছিলেন যা ইতিহাসে স্থান পাওয়ার যোগ্য। ওই চিঠিতে শিবাজী লিখেছিলেন— 'হিন্দু কুলতিলক রাজা জয়সিংহ বিধর্মী সম্রাটের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রাণপাত করছেন এতে তিনি ব্যথিত। রাজা জয়সিংহ নিজে যদি ভারত সম্রাট হতে চান তো শিবাজী তাঁর ঘোড়ার রাশ ধরে ঘুরতে প্রস্তুত। অন্যথায় তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।' এই পত্রের ফলে রাজা জয়সিংহ ও শিবাজীর মধ্যে সত্যিকারের মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয়েছিল।

বাদশা ঔরঙ্গজেব হুকুম প্রচার করেছিলেন যে তাঁর রাজ্যে সর্বত্র হিন্দুদের 'জিজিয়া কর' দিতে হবে যা তিন ধরনের হবে। তখন শিবাজী তাঁকে একটি চিঠি ফার্সি ভাষায় লেখেন যা লন্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো— ''এখন শুনিতেছি যে আমার সহিত যুদ্ধে ফলে আপনার ধন ও রাজকোষ শূন্য হইয়াছে এবং এই কারণে আপনি হুকুম দিয়াছেন যে জিজিয়া নামক কর হিন্দুদের নিকট আদায় করা হইবে এবং তাহা আপনার অভাব পূরণ করিতে লাগিবে।''

''...আপনার রাজ্যে প্রজারা পদদলিত হইতেছে, প্রত্যেক গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য কমিয়াছে,— বাদশাহ ও রাজপুত্রদের প্রাসাদে আজ দারিদ্র্য ও ভিক্ষাবৃত্তি স্থায়ী আবাস করিয়াছে। ওমরা ও আমলাদের অবস্থা তো সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। আপনার রাজত্বকালে সৈন্যগণ অস্থির। বণিকেরা অত্যাচার-পীড়িত, মুসলমানেরা কাঁদিতেছে, হিন্দুরা জ্বলিতেছে, প্রায় সকল প্রজারই রাত্রে রুটি জোটে না এবং দিনে মনস্তাপে করাঘাত করায় গাল রক্তবর্ণ হয়।

এই দুর্দশার মধ্যে প্রজাদের উপর জিজিয়ার ভার চাপাইয়া দিতে কী করিয়া আপনার রাজ-হৃদয় আপনাকে প্রণোদিত করিয়াছে? অতি শীঘ্রই পশ্চিম হইতে পূর্বে এই অপযশ ছড়াইয়া পড়িবে যে হিন্দুস্থানের বাদশাহ ভিক্ষুকের থলিয়ার প্রতি লুব্ধ-দৃষ্টি ফেলিয়া, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, জৈন যতি, যোগী, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, দেউলিয়া ভিখারি, সর্বস্বহীন ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকেদের নিকট হইতে জিজিয়া কর লইতেছেন। ভিক্ষার ঝুলি লইয়া কাড়াকাড়িতে আপনার বিক্রম প্রকাশ পাইতেছে। আপনি তাইমুর বংশের সুনাম ও মান ভূমিসাৎ করিয়াছেন।

বাদশাহ, সালাম। যদি আপনি খোদার কেতাব (অর্থাৎ কুরান)-এ বিশ্বাস করেন, তবে দেখিবেন সেখানে লেখা আছে যে ঈশ্বর সর্বজনের প্রভু (বর্-উল-আলমীন্), শুধু মুসলমানের প্রভু (রব্-উল্-মুস্লমিল্) নহেন। বস্তুতঃ ইসলাম ও হিন্দুধর্ম দুইটি পার্থক্যব্যঞ্জক শব্দ মাত্র, যেন দুইটি ভিন্ন রং যাহা দিয়া স্বর্গাবাসী চিত্রকর রং ফলাইয়া মানবজাতির (নানাবর্ণে রঙীন) চিত্রপট পূর্ণ করিয়াছেন।

মসজিদে তাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্যই আজান উচ্চারিত হয়। মন্দিরে তাঁহার অন্বেষণে হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিবার জন্যই ঘণ্টা বাজানো হয়। অতএব নিজের ধর্ম ও ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য গোড়ামি করা ঈশ্বরের গ্রন্থের কথা বদল করিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।''

''...যদি আপনি মনে করেন যে প্রজাদের পীড়ন ও হিন্দুদের ভয়ে দমাইয়া রাখিলে আপনার ধার্মিকতা প্রমাণ হইবে, তবে প্রথমে হিন্দুদের শীর্ষস্থানীয় মহারাণা রাজসিংহের নিকট হইতে জিজিয়া আদায় করুন। তাহার পর আমার নিকট আদায় করা তত কঠিন হইবে না, কারণ আমি তো আপনার সেবার জন্য সদাই প্রস্তুত আছি। কিন্তু মাছি ও পিপীলিকাকে পীড়ন করা পৌরুষ নহে।

বুঝিতে পারি না কেন আপনার কর্মচারীরা এমন অদ্ভুত প্রভুভক্ত যে তাহারা আপনাকে দেশের প্রকৃত অবস্থা জানায় না, কিন্তু জ্বলন্ত আগুনকে খড় চাপা দিয়া লুকাইতে চায়।''

শিবাজীর চরিত্রকথা আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন—

''একতাহীন নানা খণ্ডরাজ্যে বিচ্ছিন্ন, মুসলমান রাজার অধীন এবং অন্যের ভৃত্য মারাঠাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া শিবাজী প্রথমে নিজ কার্যের দ্বারা দেখাইয়া দিলেন যে তাহারা নিজেই নিজের প্রভু হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে। তাহার পর স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া তিনি প্রমাণ করিলেন যে বর্তমান কালের হিন্দুরাও রাষ্ট্রের সব বিভাগের কাজ চালইতে পারে, শাসন-প্রণালী গড়িয়া তুলিতে, জলে-স্থলে যুদ্ধ করিতে, দেশে সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করিতে, বাণিজ্যপোত গঠন ও পরিচালনা করিতে, ধর্মরক্ষা করিতে তাহারা সমর্থ; জাতীয় দেহকে পূর্ণতা দান করিবার শক্তি তাহাদের আছে।''

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিবাজী-উৎসব কবিতায় বলেছেন, ''সেদিন শুনিনি কথা, আজ মোরা তোমার আদেশ আদেশ শিরপাতি লব/ কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ ধ্যানমন্ত্রে তব/ ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরি বসন, দরিদ্রের বল/ এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে— এ মহাবচন করিব সম্বল।'' আজ এই যুগ সন্ধিক্ষণে কবিগুরুর এই স্বপ্ন সার্থক হোক আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে।

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত



ব্রাইয়ান ডেভিড জোসেফ্সন : (১৯৪০-)

পরিচিতি : ইনি ইংল্যান্ডের (ওয়েলসের) একজন বিখ্যাত পদার্থবিদ ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক এবং 'মাইন্ড-ম্যাটার ইউনিফিকেশন প্রোজেক্টের প্রধান বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী। তাঁর বিশেষ অবদান— 'জোসেফ্সন ইফেক্ট' আবিষ্কার। তিনি গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বেদান্ত এবং সাংখ্যদর্শন দ্বারা।

উদ্ধৃতি : বেদান্ত এবং সাংখ্যদর্শনেই আছে মানবমনের এবং তার চিন্তা জগতের চাবিকাঠি। যা আবার কোয়ান্টাম ফিল্ড অর্থাৎ পদার্থের আণবিক ও পারমাণবিক স্তরে ক্রিয়াশীলতা ও বিন্যাসের সঙ্গে একান্তভাবে সম্পর্কযুক্ত।

উৎস : গড টক্স উইথ অর্জুন—পরমহংস যোগানন্দ।



ফ্রাঁশোয়া এম. ভলটেয়ার : (১৬৯৪-১৭৭৮)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন ফ্রান্সের সর্বোত্তম সাহিত্যিক, সমালোচক, প্রাবন্ধিক, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক। তিনি ফরাসি বিপ্লবের অগ্রদূত ছিলেন। তিনি স্বৈরতন্ত্র, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ ধর্মযোদ্ধা ছিলেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থটি হলো, 'ক্যান্ডিড'।

উদ্ধৃতি : আজ সমগ্র বিশ্বের প্রয়োজন ভারতকে। আর ভারতের কাউকেই প্রয়োজন নেই। কেননা ভারত হচ্ছে পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন সভ্যতার দেশ এবং তার আছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীনধর্ম।

উৎস : আমরা দেখেছি ভারতীয়দের তুলনায় আমরা পাপাচারে কতটা এগিয়ে আছি আর জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা তাদের তুলনায় কতটা পিছিয়ে আছি। আমাদের ইউরোপিয়ান দেশগুলি পরস্পরকে ধ্বংস করতেই দেখেছি। আমরা ইউরোপীয়রা ভারতে গিয়েছিলাম শুধু ধনের সন্ধানে আর গ্রিকরা সেখানে গিয়েছিল জ্ঞানের অন্বেষণ।

উৎস : ফ্রাগমেন্টস হিস্টোরিকস্ সর ল্ ইন্দে— ফ্রাঁশোয়া, এম. ভলটেয়ার।



ডেভিড, জে. বম : (১৯১৭-১৯৯২)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন পৃথিবী অন্যতম কোয়ান্টাম পদার্থবিদ। তাঁর বিশেষ অবদানগুলি হলো, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা, মানবমনের দর্শন এবং স্নায়ুমনোবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা। তিনি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন জিডু কৃষ্ণমূর্তি এবং অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের দ্বারা। তিনি সারা বিশ্বে প্রচার করে বেড়াতেন, পদার্থবিদ্যা এবং পরমতত্ত্বের পারস্পরিক তাৎপর্যের কথা। তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডারের উৎস ছিল প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞা এবং বিজ্ঞান।

উদ্ধৃতি : কেউ হয়তো বা বলবে 'আত্মা' হচ্ছে একটা শব্দের মানে। তাহলে 'ব্রহ্ম' বলতে কি বুঝায়? আমার মনে হয় তারা হচ্ছে 'চৈতন্য' আর 'চেতনা যুক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড'। অন্যেরা হয়তো দাবি করবে যে একটা 'অভিপ্রায়' অন্যটা 'অভিপ্রেত' এবং সবশেষে দেখা যাবে ওই দুটো একই বস্তু। হিন্দুদের দর্শনশাস্ত্রে কিন্তু 'আত্মা' আর 'ব্রহ্ম' প্রায় সমার্থক।

উৎস : কোয়ান্টাম ইসপ্লিকেশন : এসেস্ ইন অনার অফ্ ডেভিড বম— বাসিল. জে. হিলে অ্যান্ড এফ. ডেভিড. পিট।



অ্যাঁকোয়াতেল দুঁপেরন : (১৭৩১-১৮০৫)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন ফ্রান্সের অন্যতম লেখক, গবেষক ও ভাষাবিদ পণ্ডিত। ইনি ভারতের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি সাত বছর (১৭৫৫-১৭৬১) ভারতে থেকে সংস্কৃত এবং পারসিক ভাষা অধ্যয়ন করেন। তাঁর বিশেষ অবদানটি হলো— দারাশিকোর পারসিক ভাষায় অনুদিত 'উপনিষদগুলি' ল্যাটিনে ভাষান্তরিত করেন যা পড়ে পরবর্তীকালে ইউরোপীয় দার্শনিকরা যেমন শোপেনহাওয়ার, গ্রেজেল, ম্যাক্স মূলার, নিৎশে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

উদ্ধৃতি : যদি ব্রিটিশরা ভারতীয় সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থগুলির জ্ঞান ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বিতরণ করতে অপারগ হয়, তাহলে সততা, সম্মান ও মানবতা জলাঞ্জলি দিয়ে ব্রিটিশদের চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত হতে হবে বিশেষ করে তাদের জঘন্য ধনতৃষ্ণা ও আর্থাকাঙ্ক্ষার লোভের কারণে।

সমগ্রবিশ্বে তাদের দ্যুতিহীন এবং বিকাশবিহীন ভারত বিজয় হবে লজাকর।

উৎস : দ্য ইনভেশন দ্যাট নেভার ওয়াজ্—মাইকেল ড্যানিনো।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি।
সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী,
নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

An ISO 9001 : 2008 certified Company

Simplex Infrastructures Limited

For Any Type of Pile Foundation Work

CAST-IN-SITU DRIVEN, CAST-IN-SITU BORED, PRECAST DRIVEN, PRECAST PRE-BOARD, STEEL OR R. C. C. SHEET PILES ETC.

AND

ALL TYPES OF ENGINEERING AND CONSTRUCTION WORKS FOR CIVIL, STRUCTURAL, MARINE, TANKAGES, PIPING EQUIPMENT ERECTION IN

Power Stations, Road Projects, Fertilizer Projects, Cement Plants, Refinery Constructions, Coal Handling Plants, Paper Mills, R.C.C. or Prestressed Concrete Bridges, Fabrication & Erection of Steel Structures, Hydrocarbon Storage Tanks and Pipeline, Cross-Country Pipeline, Steel Plant Construction, Multi-storied Building, Micro-Tunneling, Box/Pipe Pushing, HDD, High-rise Silo Structures by Slipform Technique, Bunkers, Jetties, Marine Structures, Deep underground basements, Textile factories, Effluent Treatment Plant, Water & Sewage Treatment Plant etc., as well as Turnkey Construction and for any other type of Industrial and Utility Projects for Economy, Speed and Quality Constructions.

Contact :

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

Foundation, Reinforced & Prestressed Concrete Specialist

Regd, Office

"Simplex House"
27, Shakespeare Sarani, Kolkata- 700 017
Phone : (033) 2301 1600,
Fax : (033) 2283 5964/65/66
E-mail : simplexkolkata@simplexinfra.com
Web : www.simplexinfrastructures.com

Adm. Office

12/1, Nellie Sengupta Sarani
Kolkata - 700 087
Phone ; (033) 2252 8371/8373/8374
Fax : (033) 2252 7595

Branches

NEW DELHI **MUMBAI** **CHENNAI**



পুস্তক প্রসঙ্গ

বিশ্বের নানা দেশে মানুষের উপর অত্যাচারের এক অমূল্য দলিল

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

সুলেখক সুদীপ নারায়ণ ঘোষ তাঁর পুস্তকে হিস্ট্রি অফ আ ফিউ জেনোসাইডস্-এ বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ধর্মাবলম্বীর মানুষ অন্য ধর্ম ও দলের মানুষকে কী জঘন্যভাবে হত্যা করেছে তা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। লেখক এই গ্রন্থে ইহুদি হত্যা, বিভিন্ন দেশে অকমিউনিস্ট হত্যা, হজরত মহম্মদের সময় থেকে অমুসলমানদের হত্যার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে শিরোনাম 'হ্যাপলেস জিউস' অর্থাৎ হতভাগ্য ইহুদিজাতি। ১০ থেকে ৫০ পৃষ্ঠা জুড়ে দীর্ঘ অধ্যায়ে তিনি অ্যাডলফ হিটলার কী নৃশংসভাবে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছেন তার উল্লেখ করেছেন। হিটলারের আত্মজীবনী 'মেইন কাম্ফ' থেকে পাতার পর পাতা উদ্ধৃত করে তিনি হিটলারের ইহুদি নীতি ব্যাখ্যা করেছেন। ইহুদিরা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে কী অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেছে তার উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায় ৫১ থেকে ৭৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অধ্যায়ে কার্ল মার্কসের মতবাদ এবং সেই মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কীভাবে সোভিয়েত রাশিয়া, চীন, কাম্বোডিয়া, রুমানিয়া, উত্তর কোরিয়া-সহ আরও কমিউনিস্ট দেশের রাষ্ট্রনায়করা গণহত্যায় নেমেছিল তা বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 'দি লাস্ট মেসিয়া'। বলাবাহুল্য, শেষ মসিহা হলেন হজরত মহম্মদ। ৭৯ থেকে ১৩৪ পৃষ্ঠা জুড়ে এই অধ্যায়ে মহম্মদ ও তাঁর অনুবর্তীরা ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে দেশে দেশে যে অমুসলমানদের হত্যা করেছেন তার বর্ণনা রয়েছে। লেখক যে নিষ্ঠার সঙ্গে তালিবানদের অত্যাচারের সালতামামি (পৃষ্ঠা ১১৮ থেকে ১৩০) প্রস্তুত করেছেন তার জন্য তাঁকে সাধুবাদ দিতে হয়। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ অধ্যায়ের নাম 'জিউস ইন দি মেকিং'। ১৩১ থেকে ২১৪ পৃষ্ঠা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা জুড়ে তিনি মুসলিম লিগের উদ্ভব, ভারত ভাগ, আবার বাংলাদেশের উৎপত্তি এবং দুই ক্ষেত্রে হিন্দুদের মুসলমান দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে দেশ ত্যাগ সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। তাঁর আশঙ্কা যে হারে সেই ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দুরা দেশ ত্যাগ করছে তার ফলে আগামীদিনে বাঙালি তথা হিন্দুরা তাদের নিজস্ব ভূখণ্ড হারিয়ে ইহুদিদের মতো দেশে দেশে ছড়িয়ে যেতে বাধ্য হবে না তো? লেখক তার আশঙ্কার স্বপক্ষে যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তা অকাট্য। মোট কথা গ্রন্থটি বিশ্বের নানা দেশের মানুষের উপর অত্যাচারের একটি অমূল্য দলিল। কিন্তু এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে দু'চার কথা বলার আছে। প্রথম কথা, লেখক ইহুদিদের উপর হিটলারের অত্যাচারের কাহিনি সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টের সময় থেকে সারা ইউরোপে তাদের উপর অত্যাচারের কাহিনি তেমন সবিস্তারে উল্লেখ করেননি। এটির প্রয়োজন ছিল।

দ্বিতীয়ত, মহম্মদের পর লেখক তালিবানদের পর্বে চলে এসেছেন। এর মধ্যকার পর্বে ইসলাম বিস্তারের লক্ষ্যে মুসলমান জেহাদিরা কীভাবে যব, সুমাত্রা, শ্যাম, ইন্দোনেশিয়া তথা মধ্য যুগের ভারতে গণহত্যা সংঘটিত করেছে তা উল্লেখের প্রয়োজন ছিল।

তৃতীয়ত, লেখক ভারত বিভাজনের জন্য মুসলিম লিগ কীভাবে দাঙ্গা বাঁধিয়েছিল তা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে কমিউনিস্টদের ভূমিকাও। কিন্তু দেশ ভাগের জন্য কংগ্রেসের যে জঘন্য ভূমিকা ছিল তা উল্লেখ করতে এক ছত্রও ব্যয় করেননি। সেদিন যে-কোনো মূল্যে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য এম কে গান্ধী, নেহরু, তথাকথিত লৌহ মানব প্যাটেল দেশ ভাগ করার জন্য রাজি হয়েছিলেন। বর্তমান সমালোচক তাঁর 'ট্রীস্ট উইথ ডেস্টিনি ইন্ডিয়া ১৯৪০-১৯৪৭' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে সবিস্তারে উল্লেখ করে দেখিয়েছেন গান্ধী সেই ১৯৪০ সালে জিন্নার লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে ক্রমাগত দেশ ভাগে সম্মতি দিচ্ছিলেন।

চতুর্থত, লেখক শ্রী ঘোষ জানিয়েছেন স্ট্যালিন ও তাঁর কমিউনিস্ট সদস্যেরা ভারত বিভাজনের বিষয়ে মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্টদের পাশে ছিলেন (পৃষ্ঠা ১৮৭)। যতদূর জানি স্ট্যালিন ও তার অনুবর্তী সোভিয়েত নেতারা ভারত বিভাজনের প্রশ্নে মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্টদের সমর্থন জানাননি।

পঞ্চমত, লেখক যত পরিশ্রম করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তত অবহেলার সঙ্গে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। (ক) প্রায় সব ক্ষেত্রে যে তথ্য দিয়েছেন, তার সূত্র নির্দেশ করেননি। (খ) লেখক অবিরত মোটা অক্ষর ও বাঁকা অক্ষর (বোল্ড ও ইটালিকস) ব্যবহার করেছেন। ফলে গ্রন্থটির সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে। (গ) গ্রন্থ শেষে যে রেফারেন্স উল্লেখ করেছেন সেগুলি অপূর্ণ। থ্রি ডক্টরস কারা? তাদের গ্রন্থটির পুরো নাম কী? সুনন্দ সান্যাল ও সৌম্য বসুর গ্রন্থটির নাম কী? (ঘ) গ্রন্থপঞ্জীতে গ্রন্থের পুরো নাম, প্রকাশনার নাম, প্রকাশ কাল ইত্যাদি উল্লেখের রীতি আছে। লেখক সে নিয়ম রক্ষা করেননি। (ঙ) গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকার নাম ইটালিকসে উল্লেখ করতে হয়। লেখক এ নিয়মও মানেননি। (চ) নির্ঘণ্ট বা ইন্ডেক্স নেই। (ছ) এছাড়া আছে প্রচুর মুদ্রণ প্রমাদ। আশা করি লেখক পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটিগুলি দূর করবেন। কাগজ, মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ অনবদ্য।

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ। হিস্ট্রি অফ আ ফিউ জেনোসাইডস। প্রকাশক : নেক্টর, কলকাতা। পৃষ্ঠা-২১৪, মূল্য : ১৬০ টাকা।

ফঃ ৫

With Best Compliments From

AN ISO-9001 CERTIFIED COMPANY

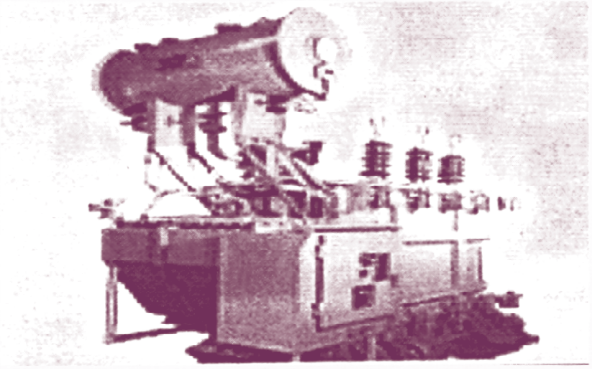

AN ISO-9001 CERTIFIED COMPANY

EIU EIU

East India Udyog Limited

145, G. T. Road, Sahibabad
Ghaziabad - 210 005 (UP)
Phone : [0120] 4105890
e-mail : eiulgbd@vsnl.com
eiulgbd@rediffmail.com
URL : www.eastindiaudyog.com

Manufacturers of :
"ETS Make Power & Distribution
Transformers Upto 15 MVA & 33 KV Class

শ্রদ্ধানিধি

হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানায় জগন্নাথপুর নিবাসী সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক হীরালাল সিংহরায়ের মাতৃদেবী মাধবী সিংহরায় ৯১ বছর বয়সে গত ২৫ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। গত ৬ মে তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পরিবারের পক্ষে হরি সিংহরায় শ্রদ্ধানিধি অর্পণ করেন পরিবার প্রবোধনের প্রান্ত প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্রের হাতে।

মঙ্গলনিধি

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পাতুনিয়ায় বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি ও উমা চ্যাটার্জি তাঁদের কনিষ্ঠপুত্র সৌম্যদূতের উপনয়ন উপলক্ষে গত ৯ এপ্রিল সমাজ সেবা ভারতীর পূর্ণকালীন কার্যকর্তা অসিত চট্টোপাধ্যায়ের হাতে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ১৩ মার্চ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর বীরভূম জেলা সম্পর্ক প্রমুখ কাজল কান্ত দাসের ভাই রবি দাসের শুভ বিবাহ উপলক্ষে রবি দাস মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য প্রফুল্ল কুমার ঘোষের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ৯ এপ্রিল উত্তর বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমা সম্পর্ক প্রমুখ সুবীর কুমার দত্তের ছেলের শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তাঁর স্ত্রী মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন ক্ষেত্র কার্যকারিণীর সদস্য সত্যনারায়ণ মজুমদারের হাতে। অনুষ্ঠানে প্রবীণ প্রচারক শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ
সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

পরলোকে স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি রতনচাঁদ লোহ



গত ৮ মে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি শহরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা ভারতীয় জনতা পার্টির কান্দি পৌর সমিতির সম্পাদক রতনচাঁদ লোহ ব্যাঙ্গালোরে অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁর এক আত্মীয়ের চিকিৎসার জন্য তিনি ব্যাঙ্গালোরে যান, সেখানেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন।

১৯৬৭ সালে তিনি ভারতীয় জনসঙ্ঘে প্রবেশ করেন। ১৯৭০ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। তিনি বহু বছর যাবৎ স্বস্তিকার নিষ্ঠাবান প্রচার প্রতিনিধি ছিলেন।

তিনি স্ত্রী-সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন। স্বস্তিকা পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে বলরাম অধিকারী

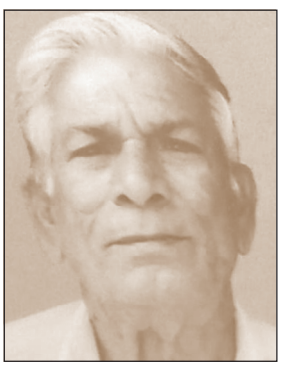

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর বিভাগ প্রচারক দেবাশিস অধিকারী এবং বর্ধমান জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ আশিস অধিকারীর পিতৃদেব বলরাম অধিকারী বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার কারুলিয়া গ্রামের বাড়িতে গত ১৬ মে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অবসর নেওয়ার পর স্থানীয় শাখার পালক কার্যকর্তার দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, স্থানীয় সঙ্ঘস্থানের জমি তাঁরাই দান করা। বড় পুত্র দেবাশিস অধিকারীর সঙ্ঘের প্রচারক হওয়ার তিনিই প্রেরণাদাতা ছিলেন।

শোকসংবাদ



রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলার মালতীপুর শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক মণীন্দ্রনাথ দাস গত ২০ মে কলকাতায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা রেখে গেছেন। তাঁর পুত্র অঞ্জন দাস প্রথমবর্ষ শিক্ষিত স্বয়ংসেবক।

ঐতিহাসিক

ভুতোর দাদু

বেহালার বেচারাম চ্যাটার্জি রোডের ফ্ল্যাটে চলে এসে ভুতোর জীবনের অনেক কিছুই যেন এলোমেলো হয়ে পড়েছে। এখানে ফ্ল্যাটের বাইরে যেতে মানা করে দিয়েছে মা। বাবা-মা দু'জনেই চাকরিতে সেই সকালবেলা বেরিয়ে যায়। সারাদিন সে একা। আগে দিদিটাও ছিল। কয়েকদিন আগে সে পড়তে পুণেতে চলে গিয়েছে। এখন সঙ্গী বলতে খোকনের মা। বাড়িতে সব সময় থাকেন, সব কাজ করেন।

ভুতো এই বাড়িতে আসার পর থেকেই সারা বাড়ির চারদিক বারবার ঘুরে দেখেছে। আর তাঁর চোখ বারে বারেই আটকে গেছে বাড়ির পিছনে একটা পোড়োবাড়িতে। অনেকবার কাছে যাবার চেষ্টা করেও পারেনি। কেয়ার টেকার বকেছে, মায়ের কাছে নালিশ করেছে, আর মা-ও সেই কারণে ওখানে যেতে বারণ করেছেন।

তবু একটাই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর মনে, কী এমন আছে ওখানে যে যাওয়া যাবে না?

সেদিন মা-বাবা দু'জনেই বেরিয়ে গেছেন। খোকনের মা ব্যস্ত রান্না নিয়ে। এমন সময় একজন বয়স্ক মানুষ এলেন ভুতোদের দরজায়। এসে সরাসরি বললেন, 'কীগো ভুতো, ওই পিছনের বাড়িটাতে যাবে?' ভুতো অবাক হয়ে ভাবে, মানুষটা তাঁর নাম জানে, এমনকী মনের ইচ্ছাটাও।

ভুতো জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

'আমি এই জমিটার মালিক ছিলাম। আর এখন ওই যে পিছনের বাড়িটা দেখছ ওইটুকুরই মালিক আছি শুধু। আর আমি ছাড়া কেউ তো তোমাকে ওই বাড়িতে ঢুকতে দেবে না।'

ভুতো দেখল এইতো সুযোগ। খোকনের মাকে 'একটু আসচ্ছি' বলে বেরিয়ে পড়ে ভুতো। ওই বয়স্ক মানুষটিকে দাদুও ডাকতে থাকে সে। পিছনে পিছনে এসে দাঁড়ায় বাড়িটার সামনে।

'দাদু তুমি এখানে থাক?'

'নারে, দাদু। এখানটা ছিল একটা বৈঠকখানা। আমরা সবাই মিলে এখানে বসে আলোচনা করতাম। তুই তো ইতিহাস পড়ে ছিস। নেতাজী সুভাষের নাম শুনেছিস?' ঘাড় নাড়ে ভুতো।



'তাঁর সঙ্গে এই বৈঠকখানার সম্পর্ক কী?' ভুতো জিজ্ঞাসা করে।

'সেটাই তো বলছি। তোরা এখন যেখানে আছিস, সেখানে একটা ঐতিহাসিক বাড়ি ছিল। আমাদের এই বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক গোপন আস্তানা ছিল। মাটির নীচে একতলায় মিটিং হোত। সেই মিটিংয়ের মধ্যমণি নেতাজী স্বয়ং।'

শুনতে বেশ ভাল লাগছে ভুতোর।

'শুনলে অবাক হবি, তখন তো আর এমন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। তখন যাবতীয় গোপন খবর পাঠানো হোত রেডিও তরঙ্গে। এই তরঙ্গের নাম ছিল হ্যাম রেডিও তরঙ্গ। এই তরঙ্গে সাঙ্কেতিক ভাষায় নানা নির্দেশ পাঠাতেন নেতাজী। তিনি ছিলেন খুব বড় হ্যাম রেডিও অপারেটর। এই হ্যাম রেডিওর তরঙ্গে পাঠানো খবরের হদিশ তৎকালীন সবার কাছেই ছিল অজানা। আর এই যে তোদের ফ্ল্যাট যে বাড়িটা ভেঙে হলো, ওই বাড়িটার নীচেই ছিল সেই হ্যাম রেডিও স্টেশন। তুই আরেকটু বড় হয়ে ওঠ। তখন হ্যাম রেডিও জানতে পারবি।

দাদু কী খুঁজতে থাকে।

অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। খোকনের মা চিন্তা করবে। কিন্তু দাদুর গল্প তো ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। তবুও যেতেই হবে।

'দাদু, আরেকদিন আমাকে নিয়ে আসবে এখানে?' ভুতোর কাতর আকুতি।

'নিশ্চয়ই। তোকে ডেকে নেব', দাদু বলেন।

ওই বাড়ি থেকে ভুতোকে বেরোতে দেখেই হা হা করে এগিয়ে আসে কেয়ার টেকার। জিজ্ঞেস করে, 'কেন গিয়েছিলে ওখানে?'

ভুতো বলে, 'ওই বাড়ির মালিক দাদু আমাকে নিজে নিয়ে গেছেন ওখানে। কত গল্প বললেন।'

কেয়ার টেকার হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ভুতোর মুখের দিকে। হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায়, একটা গুদাম ঘরে। সেখানে ডাই করে রাখা পুরোন ছবি, জিনিসপত্র। ধুলো ঝেড়ে, কিছু ছবি বের করে কেয়ার টেকার। ভুতো অবাক হয়ে তাকায় একটা ছবির দিকে। চিৎকার করে বলে ওঠে— 'হ্যাঁ ওই তো ওই দাদুটাই তো নিয়ে গেল।'

কেয়ার টেকার বলেন, তাই?

ভুতো বলে, হ্যাঁ।

কেয়ার টেকার তখন বলতে থাকেন, 'উনি হচ্ছেন আমাদের সাহা বাবুর দাদু। এই গোটা জমিটার মালিক ছিলেন। শুনেছি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। নেতাজীও নাকি নিয়মিত আসতেন এই বাড়িতে। উনি মারা গেছেন তাও পঞ্চাশ বছর হলো।'

ভুতো একছুটে একেবারে নিজের ফ্ল্যাটের দরজায়। খোকনের মা জিজ্ঞেস করেন, হাঁপাচ্ছিস কেন?

ভুতো বলে, 'এমনি।'

স্বপন দাস

ভারতের পথে পথে

রায়গড় দুর্গ



মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার মহাড়ে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত রায়গড় দুর্গ। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ এই পাহাড়ের উপরেই দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে এই দুর্গেই তাঁর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। এই দুর্গেই তিনি রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৭০০ ফুট উঁচুতে সহ্যাদ্রি পর্বতমালার ওপরে ১৭৩৭টি সিড়ি ভেঙে পৌঁছতে হয়। এখন দুর্গে পৌঁছতে রোপওয়েতে সময় লাগে মাত্র ১০ মিনিট। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা এই দুর্গ লুঠ করে ধ্বংস করে ফেলে। দুর্গে শিবাজী মহারাজের সমাধি, তাঁর পোষা কুকুর বাঘার মূর্তি রয়েছে। প্রতি বছর জুন থেকে জানুয়ারি মাস দেশবিদেশের পর্যটকরা দুর্গ দর্শন করতে আসেন।

এসো সংস্কৃত শিখি

পুনঃ অস্মাকং মেলনং কদা?

আবার আমাদের দেখা কবে হবে?

পুনঃ কদা মেলিষ্যতি ভবান্?

তুমি আবার কবে দেখা করবে?

তদ্দিনে কিমর্থং ভবান্ ন আগতবান্?

সেদিন তুমি কেন এলে না?

বয়ং তদা এব আগতবন্তঃ।

আমরা তো তখনই এসেছিলাম।

ভবতা সহ কিমপি সম্ভাষণীয়ম্ আসীৎ।

তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলার ছিল।

ভালো কথা

হাত ধুয়ে খাওয়া

সেদিন সমীরণ স্যারের বাড়ি পড়তে গিয়ে দেখি সারাবাড়ি ফুল দিয়ে সাজানো। স্যার ধুতি পঞ্জাবি পরে আছেন। স্যারের দিদি বললেন, তোদের স্যারের আজ জন্মদিন। সোনাই, পিকাই, তুতুল এসে যেতেই স্যার একটা বড় প্যাকেট বের করে বললেন সবাই হাত ধুয়ে এস। মিষ্টির লোভে আমরা কোনোরকমে বেসিনে হাত ধুয়ে আসতেই স্যার বললেন, হয়নি। তারপর আমাদের বেসিনে নিয়ে গিয়ে সবার হ্যান্ডওয়াশ নেওয়া হলে বললেন, খাওয়ার আগে দু'মিনিট ধরে হাত ধুতে হবে। আমরা দু'মিনিট রগড়ে কলের জলে ধুতেই দেখলাম সাবানের ফেনার সঙ্গে ময়লা জল পড়ছে। স্যার বললেন, ভালোভাবে হাত না ধুলে এগুলি পেটে গিয়ে অসুখ করে। স্যার তাঁর জন্মদিনে আমাদের শপথ করালেন আমরা যেন ভালোভাবে হাত ধুয়ে তারপর কোনো কিছু খাই।

তীর্থঙ্কর ঘোষ, ষষ্ঠ শ্রেণী, গোরাবাজার, বহরমপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

কবে হবে বৃষ্টি

শ্রেয়া নস্কর, নবম শ্রেণী, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হাপিত্যেশে বসে আছি
কবে হবে বৃষ্টি
দিনেরবেলায় বেজায় রোদ
পুড়ে যায় যে সৃষ্টি।
ঘুম আসে না ভ্যাপসা গরম
রাতেরবেলা তায়
গ্রামের মানুষ হা হুতাশে
আকাশপানে চায়।
বৃষ্টি হলে আনন্দেতে
করবে চাষা চাষ
মাঠভর্তি ফলবে ফসল
এই তো তাদের আশ।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম



চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩



With
Best
Compliments
From --

VAIBHAV HEAVY VEHICLES LTD.

প্রিটোনিয়া প্রকাশিত নতুন বইয়ের সম্ভার

পরিমলকান্তি ভট্টাচার্য
মন ক্যামেরা
₹ ২০০





দেবীপ্রসাদ রায়
প্রসঙ্গতঃ মানবেন্দ্রনাথ (এম.এন.রায়)
₹ ২০০



ড. সিসিলা দে সরকার (বসু)
কথা সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু
₹ ২৫০



সুনীল দাস
চারটি রহস্য উপন্যাস
₹ ২০০



প্রদীপ ঘোষ
লোকসংস্কৃতির বিপন্নতা ও অন্যান্য
₹ ১৫০

হরিবংশ রাই বচ্চন
অনুবাদ : সুমিতা ভৌমিক
মধুশালা
₹ ১০০



নির্মল ঘোষ
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংশয়ে ও স্বপ্নে
₹ ১৫০



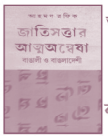

আহমদ রফিক
জাতিসত্তার আত্মঅন্বেষা
বাঙালী ও বাঙলাদেশী
₹ ২০০

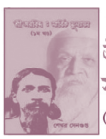

শেখর সেনগুপ্ত
শ্রী অরবিন্দ : সার্বিক মূল্যায়ণ
(১ম খণ্ড) ₹ ২৫০

আহমদ রফিক
এই অস্থির সময়
₹ ১৭৫



ড. মনিমোহন ভট্টাচার্য
স্বামীজী পুত্র নেতাজী
(১ম খণ্ড) ₹ ৩৫০





শেখর সেনগুপ্ত
পঞ্চ ঋষির রমণীচক্র
₹ ২৫০



Dr. Subhrendu Bhattacharjya
Affinity between Blake's Views And Indian Philosophy
INR : 500

ড. বিজয় আঢ্য
পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে
₹ ২০০



বিপ্লব মজুমদারের
রণিদা রহস্য ট্রিলজি
₹ ২৫০





সৌরকুমার বসু
শান্তিনিকেতন ও নকশাল আন্দোলন
₹ ২০০



সাতটি রহস্য উপন্যাস
₹ ৩৫০

কথামৃতসার
(শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত অবলম্বনে)
সংকলক জীবনীকার
মণি বাগচি
₹ ২০০





আপনার মূল্যবান লেখাটি পাঠান মনোনীত হলে আমরা প্রকাশ করব।

সম্পাদক : প্রদীপ ঘোষ • যোগাযোগ : 9831145588

প্রিটোনিয়া

১৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ ফোন : ২২৪১ ২১০৯, ৬৪৫৪-২১০৯
email : publishers.pritonia2015@gmail.com
visit : www.pritoniapublishers.com

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক অভিনন্দন—

A Well Wisher

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার ডিজাইনের ক্যাটালগ

সুপার

যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন

ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana (NR) ®

SAREES • SUITS

Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees

Contact No. : 033-22188744 / 1386

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
5 June - 2017 - Rs. 10.00,



हमारी जीवन शैली और कामकाज के तरीकों में हर दिन होने वाली नयी खोजें एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। इंडियनऑयल सदैव नयी खोजों को अपने कॉर्पोरेट मूल्यों के रूप में मानते हुए नयी तकनीकों को अपनाता रहा है जिसके फलस्वरूप अपने ग्राहकों के लिए वातावरण के अनुकूल उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता रहा है। इंडियनऑयल के लिए 2017 नवीन प्रयोगों और तकनीक का वर्ष है। इस अवसर पर हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आने वाले कल को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे।

इंडियनऑयल
IndianOil

2017
Year of
INNOVATION
& TECHNOLOGY

www.iocl.com Follow us on: IndianOilCorpLimited IndianOilcl YouTube indianoilcorporationlimited indianoilcorp/

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।